জয়-পরাজয়

(নাটক)

জগৎ পালক ঘোষ।

জয়-পরাজয়

—(নাটক)—

সূচনা

অধুনালুপ্ত দেশীয় রাজন্যবর্গের পট-ভূমিকায় একটা নাটক লেখবার ইচ্ছা জেগেছিল মনে। সে ইচ্ছা রূপ পেয়েছে জয়-পরাজয়ে। শুধু নাটকের খাতিরেই জয়-পরাজয় গড়ে তুলেছি; রাজগত বা ব্যক্তিগত কোন সংশ্রব এতে নেই। নাটকের চরিত্র ও ঘটনা সবই কল্পনা প্রসূত। বাস্তবতার সহায়ক বলে স্থান বা নাম বিশেষ গ্রহণ করেছি; কারও প্রতি কটাক্ষ কর্‌বার বা কাকেও হেয় কর্‌বার উদ্দেশ্যে নয়। আশা করি শুদ্ধ নাটক হিসাবেই দর্শক ও পাঠক জয়-পরাজয় গ্রহণ করবেন এবং চেষ্টা আমার সফল হোয়ে উঠবে।

জগৎ পালক ঘোষ।

জয়-পরাজয়

প্রথম অঙ্ক

—প্রথম দৃশ্য—

[মণিপুর অন্তর্গত বন। বন মধ্যস্থ সংকীর্ণ পথ। অদূরে চাপা অস্পষ্ট শব্দ শোনা যায়। অশ্বপৃষ্ঠে কাশিমবাজারের কুমার ক্ষিপ্রভাবে প্রবেশ করলেন।]

কা-কুমাব—একি ! সঙ্কেত ধ্বনি কিসের ! শত্রু ? উত্তম ! গোরা প্রস্তুত থেক।

[নিষ্ক্রান্ত হলেন

[অশ্বপৃষ্ঠে মণিপুর কুমারী
কুচবিহার কুমার প্রবেশ করলেন]

মণি-কুমারী—(ত্রস্তভাবে) কুমার ! সর্ব্বনাশ উপস্থিত !

কু-কুমার—সেকি ? সর্ব্বনাশটা দেখছেন কিসের ?

মণি-কুমারী—দেখছেন না ; শত্রু ঘিরে ফেলেছে—

[পুনঃ সঙ্কেত ধ্বনি হোলো]

শুনুন ! শুনুন !

[সশব্দে গুপ্তচরগণ সহ
বীরল প্রবেশ করলেন]

কু-কুমার—কি চাও তোমরা ?

মনি-কুমারী—কারা তোমরা ?

বীরল—পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।

কু-কুমার—ভাল। শত্রুর পরিচয় অনাবশ্যক। তোমাদের উদ্দেশ্য ?

বীরল—কুমারীকে বন্দী করা।

কু-কুমার—ধৃষ্টতা ! আমি উপস্থিত থাক্‌তে তা তোমরা পারবে না।

বীরল—আপনার উপস্থিতি অগ্রাহ্য কর্‌বার শক্তি আমাদের আছে।

কু-কুমার—বেশ ! আমাকে পরাস্ত কর !

বীরল—অস্ত্র ধরুন।

[উভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। কুমার পরাঙ্মুখ হয়ে বিপরীত দিকে অশ্ব ধাবিত কর্‌লেন।]

মণি-কুমারী—এ কি ! কুমার পরাজিত হোলেন ?

কু-কুমার—না না, আমার অশ্ব ক্ষিপ্ত হোয়েছে ; আপনি অস্থির হবেন না।

[ভিন্ন পথে মণিপুর মহারাজা, স্বরূপ ও প্রহরীগণ বেগে প্রবেশ কর্‌লেন]

মণিপুর—এতদূর স্পর্দ্ধা হোয়েছে তোমাদের যে মণিপুরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছ ?

বীরল—সে জন্য আমরা কুণ্ঠিত নই।

মণিপুর—কার বলে বলীয়ান হোয়েছ তোমরা ?

বীরল—তা জান্‌বার সুযোগ আপনার আস্‌বে।

মণিপুর—বর্ব্বর! অস্ত্র ধর!

বীরল—প্রস্তুত।

[মণিপুর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হোলেন এবং সামান্য আঘাত পেলেন।]

মণি-কুমারী—ক্ষান্ত হউন, বাবা। বৃথা শক্তি ক্ষয় কর্‌বেন না। এরা সবাই সুশিক্ষিত অনুচর। —তাইতো! কি হবে এখন? কুমার ও তো ফির্‌লেন না। —কুমার! রক্ষা করুন, কুমার! রক্ষা করুন!

নেপথ্যে—ভয় নাই! আমি প্রস্তুত।

[বেগে কাশিমকুমার পুনঃ প্রবেশ কর্‌লেন]

কা-কুমার—এস এগিয়ে!

[কুমার প্রথমে এক হাতে, পরে দুই হাতে অস্ত্র চালনা করতে লাগলেন। গুপ্তচরেরা ক্রমশঃ পশ্চাৎ অপসরণ কর্‌ল]

মণি-কুমারী—আপনার পরিচয় পেতে পারি?

কা-কুমার—কাশিম মহারাজা আমার পিতা।

মণি-কুমারী—আপনিই কাশিম-কুমার?

কা-কুমার—(সম্মতিপূর্ব্বক) আপনাদের পরিচয়?

মণি-কুমারী—ইনি মণিপুরাধিপতি, আমার পিতা।

স্বরূপ—আর আমি? আমি মহামান্য মণিপুরাধিপতির পুরুষানুক্রমিক সর্ব্বকালীন সেক্রেটারী।

কা-কুমার—অভিনন্দন গ্রহণ করুন আপনারা।

[কুচবিহার কুমার পুনঃ প্রবেশ কর্‌লেন]

মণিপুর—এই যে কুমার। কোন বিপদ ঘটেনি তো আপনার?

কু-কুমার—না। ঘোড়াটা শুধু একটু মুস্কিলে ফেলেছিল।

স্বরূপ—বিপদই যদি ঘট্‌বে তবে ঘোড়া ক্ষেপে যাবে কেন অটোমেটিক!

মণিপুর—তুমি থাম। —কুমার, ইনি কাশিম কুমার।

কু-কুমার—ও! আপনি এখানে?

কা-কুমার—শিকারে এয়েছি।

কু-কুমার—এ বনে শিকার কর্‌বার আপনার অধিকার আছে?

কা-কুমার—এ বন তো আমাদের।

কু-কুমার—কি উপায়ে? এটা মণিপুরের অন্তর্গত তা জানেন?

কা-কুমার—মণিপুরের সীমানার মধ্যে সত্য; কিন্তু এর স্বত্ব বর্ত্তিয়েছে এখন কাশিম বাজারে।

কু-কুমার—অর্থাৎ? কি বল্‌তে চান আপনি?

কা-কুমার—আমি বল্‌তে চাই, এটা মর্টগেজ দেওয়া হোয়েছিল আমাদের কাছে; পরে কোর্ট থেকে আমরা পেয়েছি।

কু-কুমার—আপনার কথা সত্য নয়।

কা-কুমার—দেখুন, আপনাদের সঙ্গে আমার এই প্রথম পরিচয়। আমি চাইনা অনর্থক বচসা কর্‌তে।

মণি-কুমারী—অর্থাৎ নিজের দুর্ব্বলতা চাপা দিতে চান।

কা-কুমার—কুমারী, আমি লজ্জিত আপনার সত্য গোপনের

প্রচেষ্টায়। নিজের দোষ ত্রুটী অন্যের ঘাড়ে চাপানর চেষ্টায় কোন কৃতিত্ব নেই, কুমারী।

স্বরূপ—তাই বলে নিজের ঘাড়ে রাখা যায় না, ব্যথা হোয়ে যাবে।

মণিপুর—তোমরা থাম। —কুমার শ্রান্ত হোয়েছেন। আপত্তি না থাক্‌লে একবার মণিপুর ঘুরে আস্‌তে পারেন। আপনি আমাদের মান রক্ষা করেছেন।

কা-কুমার—ধন্যবাদ! আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করেছি।

মণিপুর—কুমার, এ বিষয়ে একটু আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

কা-কুমার—আলোচনা তো বাবার সঙ্গে কর্‌লেই ভাল হয়।

মণিপুর—আমি সে আয়োজন কর্‌ব। আপনার আমন্ত্রণ পূর্ব্বাহ্নে হোয়ে রইল।

কা-কুমার—ধন্যবাদ!—

[অভিনন্দন জ্ঞাপনান্তে মণিপুর প্রভৃতি স্থান পরিত্যাগ কর্‌লেন]

[কাশিমকুমার অগ্রসর হোতেই গান শুনে দাঁড়ালেন]

বালক-বালিকা প্রবেশ কর্‌ল

থামলে কেন? গাও।

উভয়ে— হাতে শর চলি বনে বনে
শিকার খুঁজি বনের কোণে
দিশি দিশি খুঁজি
স্বরূপ না বুঝি
শুধু ছুটে মরি
যেন বুঝি অরি
চলা হোলো দায় এ ঘোর বনে॥

কা-কুমার—তবে তো মুস্কিল দেখ্ছি !

বালিকা—তা একটু আছে।

[সামন্ত প্রবেশ কর্‌লেন]

সামন্ত—প্রণাম গ্রহণ করুন, কুমার।

কা-কুমার—কে তুমি ?

সামন্ত—জ্ঞাপন কর্‌ছি। এদের বিদায় করুন।

বালক—কে গো তুমি ? কথা বল্‌বার আর লোক খুঁজে পেলে না, এখানে আমদানি হোয়েছ !

কা-কুমার—বল, কি বল্‌বে।

সামন্ত—নিবেদ্য বিষয় গোপনীয়।

বালিকা—আচ্ছা, আমরা যাচ্ছি। ভারী ওঁর নিবেদ্য বিষয় রে ! আয়রে আমরা যাই।

কা-কুমার—এ বনে এলে তোমাদের দেখা পাওয়া যাবে ?

বালক—যাবে।

কা-কুমার—আচ্ছা, তোমরা এস।

[বালক-বালিকা গান কর্‌তে কর্‌তে নিষ্ক্রান্ত হোলো।]

সামন্ত—উভয় হস্তে অস্ত্র চালনার সংবাদ পেয়ে আমি অনুমান করেছি, আপনিই কাশিম-কুমার। আমার অনুমান সত্য ?

কা-কুমার—সত্য।

সামন্ত—আমার অনুচরদের সৌভাগ্য যে তারা আজ কাশিম-কুমারের সহিত সম্মুখ সংগ্রাম কর্‌বার সুযোগ পেয়েছে।

কা-কুমার—এরা তোমার অনুচর ?

সামন্ত—আমারই অনুচর, কুমার।

কা-কুমার—তোমার উদ্দেশ্য ?

সামন্ত—স্বার্থ সিদ্ধি।

কা-কুমার—স্বার্থ ?

সামন্ত—বর্ত্তমানে অপ্রকাশ্য।

কা-কুমার—কি চাও তবে ?

সামন্ত—আপনার আনুগত্য।

কা-কুমাব—তোমার উদ্দেশ্য দুষ্ট ; তাব সহায়ক আমি না হোতে পারি।

সামন্ত—আমার উদ্দেশ্য দুষ্ট নয়, কুমার।

কা-কুমার—কি কোরে বুঝব ?

সামন্ত—উদ্দেশ্য আমার যাই থাকুক, স্বার্থ আমাদের বিরোধী হবে না।

কা-কুমার—সত্য ?

সামন্ত— সত্য।

কা-কুমার—উত্তম। তোমাকে গ্রহণ করলাম।

সামন্ত—আবশ্যক সময়ে অনুচর উপস্থিত থাকবে।

কা-কুমার—তোমার অভিরুচি। আর কিছু বল্‌তে চাও ? আমি একটু ক্লান্ত হোয়েছি।

সামন্ত—আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, কুমার। যদি আবশ্যক মনে করেন, অনুচর সঙ্গে যেতে পারে।

কা-কুমার—আবশ্যক হবে না। তুমি যেতে পার।

[সামন্ত পুনঃ প্রণত হোলেন। পরে উভয়ে উভয় দিকে নিষ্ক্রান্ত হোলেন।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মণিপুর প্রাসাদের হলঘর। হলটি বিশেষ ভাবে সজ্জিত। মণিপুর কুমারী ও কুচবিহার কুমারী প্রবেশ কর্‌লেন।]

কু-কুমারী—কে কে এলেন?

ম-কুমারী—এইতো কুচবিহার আর কাশিমবাজার এয়েছেন।

কু-কুমারী—আর কেউ এলেন না?

ম-কুমারী—আবার কে আস্‌বেন? আর কাকেও তো খবর দেওয়া হয় নি।

কু-কুমারী—কাশিম-কুমার আসেন নি?

ম-কুমারী—কেন, কাশিম-কুমার সম্বন্ধে এত আগ্রহ কিসের?

কু-কুমারী—না, আগ্রহ কিছু না। তবে শুনেছি, তিনি খুব বড় যোদ্ধা।

ম-কুমারী—তাই চর্ম্ম চক্ষে দর্শনলাভ করে জনম সার্থক করা, এই তো!

কু-কুমারী—যাই বলো; সেদিন তাঁরই জন্য তোমরা বেঁচে গেছ।

ম-কুমারী—তা গেছি না! তিনি না এলে আমাদের সবাইকে ইহলীলা সংবরণ কর্‌তে হোত কেমন?

কু-কুমারী—ইহলীলা সম্বরণ কর্‌তে না হোলেও লাঞ্ছনার ভয় ছিল।

ম-কুমারী—থাম। ঐ যে ওঁরা আসছেন।

[মণিপুর, কুচবিহার, কাশিমবাজার, কাশিম-কুমার, কুচ-কুমার ও মণিপুর মহারাণী প্রবেশ করলেন]

কুচবিহার—মহারাজের এ স্বাস্থ্য নিয়ে এতদূর না আসাই উচিত ছিল।

কাশিম—আসবার ইচ্ছা আমার ছিল না মহারাজ; কিন্তু আপনাদের সঙ্গে বহুদিন সাক্ষাৎলাভ হয় নি, তাই আস্‌তে হোলো।

[সকলে আসন গ্রহণ করলেন।]

কুচ-বিহার—আমিও শুধু আপনি আসবেন জেনে এয়েছি।

কাশিম—আমাকে লজ্জায় ফেলবেন না, মহারাজ।

কুচবিহার—লজ্জার কিছু নাই, মহারাজ। আপনার সৌজন্য সর্ব্বজন বিদিত।

কু-কুমার—কাশিমবাজার যখন অসুস্থ আছেন—

কুচবিহার—হ্যাঁ মহারাজ, আলোচ্য বিষয় আপনি জেনেছেন, আশা করি।

কাশিম—জেনেছি বটে।

কুচবিহার—এ বিষয়ে আপনাকে কিছু অনুরোধ কর্‌বার জন্য আমি আহূত হোয়েছি।

কাশিম—আশা করি,অন্যায় অনুরোধ আমাকে শুনতে হবে না।

কুচবিহার—সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারেন। আমি শুধু বল্‌তে চাই যে আপনি আপনার সর্ত্ত পালন করবেন।

কাশিম—আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

কুচবিহার—তা হোলেই তো সমস্যার সমাধান হোয়ে গেল।

কু-কুমার—তা হোচ্ছে কোথায়? কাশিম যতক্ষণ না তাঁর সর্ত্ত পালন কর্‌ছেন, ততক্ষণ কিছুই সম্ভব নয়।

কাশিম—কিন্তু পূর্ব্বের সর্ত্ত পূর্ব্বে পালনীয়।

কুচবিহার—পূর্ব্বের সর্ত্ত পালিত হয় নি? মণিপুব! আমাকে তবে কি জানান হোলো?

কু-কুমার—আপনাকে ঠিকই জানান হোয়েছে। কাশিম এটা অস্বীকার কব্‌ছেন বলেই তো যত গণ্ডগোল।

কাশিম—মহারাজ, বৃথা বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন। মণিপুর উপস্থিত আছেন, তিনি বল্‌তে পারেন, কোন্ অবস্থায় তিনি ঋণ পরিশোধ করেছেন।

কু-কুমার—অর্থ লোক মারফৎ প্রেরিত হোয়েছিল। উনি সে সময়ে কামাখ্যায় অবস্থান কর্‌ছিলেন।

কাশিম—আমার অবস্থিতি অস্বীকার কর্‌বার কিছু নাই; কিন্তু তাতে অর্থ প্রাপ্তি স্বীকৃত হয় না।

কু-কুমার—আপনি স্বীকার না কর্‌লেও এটা সহজ সত্য যে সমুদয় অর্থ আপনার ভাণ্ডারে পৌঁছেছে।

কুচবিহার—কুমার থাম। মণিপুর উত্তর করুন।

মণিপুর—উত্তর আমি কর্‌ছি, মহারাজ। যার তত্ত্বাবধানে অর্থ প্রেরণ করা হোয়েছিল তার মৃত্যু হোয়েছে। তাব কাছ থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে কাশিম কর্ত্তৃক প্রহরীগণ লুণ্ঠিত হোযেছিল।

কুচবিহার—অসম্ভব। অসম্ভব। কাশিম সম্বন্ধে আমার বিশেষ উচ্চ ধারণা রয়েছে।

ম-মহারাণী—তা থাক্‌তে পারে; আমাদের তাতে আপত্তি করবার কিছু নাই। তাই বলে আমাদের এতগুলি টাকা নষ্ট হোতে পারে না।

কুচবিহার—টাকা আপনাদের নষ্ট হয় নি।

ম-মহারাণী—তবে কি হোলো?

কুচবিহার—মহারাণী ক্ষুণ্ণ হবেন না। প্রথমত এভাবে অর্থ প্রেরণ করা হয় নাই। দ্বিতীয়ত,অর্থ প্রেরিত হোলেও কাশিম লুণ্ঠন করেন নাই।

কাশিম—মহারাজ মিথ্যা অপবাদ থেকে আমাকে অব্যাহতি দিলেন। অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে।

কুচবিহার—কিন্তু আমি সত্যই আপনাকে অন্যায় অনুরোধ করেছি। আমাকে অন্যরূপ জানান হোয়েছিল। না হোলে কখনই আমি এ ভার গ্রহণ কব্‌তুম না।

কাশিম—আপনি সে জন্য চিন্তিত হবেন না। আমি এইরূপই আশঙ্কা করেছিলুম।

কুচবিহার—যাক ! কুমার, তোমরা অপেক্ষা কর্‌তে পার। আমি অসুস্থ বোধ কর্‌ছি।

[নিষ্ক্রান্ত হোলেন।]

কু-কুমার—এখন ফুল পেমেণ্ট হোয়েছে বলে সারর্টিফিকেট যখন দেবেন না কাশিমবাজার, তখন কি করা যেতে পারে ?

কাশিম—অন্যায় প্রস্তাব কর্‌লে আমি কি কর্‌তে পারি ?

কু-কুমার—অন্যায় বলে তো আপনি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেনই।—তা হোলে গভর্ণরকে টেলিগ্রাম করে দেওয়া হোক, কাশিম আমাদের সঙ্গে বিশেষ অশোভনীয় ব্যবহার কর্‌ছেন। ওঁরা এখন এখানেই অবস্থান করুন।

কাশিম—আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি, অন্যায়ভাবে আপনি সম্পত্তি ফিরে পেতে চান। বেশ, তাই যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, আমি ফিরিয়ে দেব।

কা-কুমার—অসম্ভব !

কাশিম—অসম্ভব নহে কুমার। এক কোটি টাকা আমি না পেলে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমার কোন ক্ষতি হবে না।

কা-কুমার—আর্থিক ক্ষতি না হোলেও অন্যায়ের অনুমোদন করা হবে ; সেইটাই বড় ক্ষতি।

কাশিম— অবস্থা বিশেষে কর্‌তে হয় বৈ কি, কুমার।

কা-কুমার—এমন অবস্থা আমি অগ্রাহ্য করি।

কু-কমার—শক্তি থাকে কর্‌তে পারেন।

কা-কুমার—আপনার ঔদ্ধত্য অমার্জ্জনীয়।

কু-কুমার—আমি কারও মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্‌ছি না।

কা-কুমার—কুমার!!

কু-কুমার—প্রহরী!!

কু-কুমারী—কি কর্‌ছেন, কুমার? একটু ভেবে চিন্তে কাজ কর্‌ছেন না আপনি?— মহারাজ! কুমার উঠুন, আস্থন আমার সঙ্গে।

[কু-কুমারী, কা-মহারাজ ও কা-কুমার সহ নিষ্ক্রান্ত হোলেন। কু-কুমার ক্রুর হাসিতে ভরে উঠ্‌লেন; মণিপুর চিন্তিত হোলেন।]

তৃতীয় দৃশ্য

[সামন্তের আবাস—বাইরের বারান্দা। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হোয়েছে। অমলা ও বীরল উপবিষ্ট।]

অমলা—আমার ধারণা ছিল, সেনাপতি উপযুক্ত লোককে দলপতি করেছেন; এখন দেখ্‌ছি, তিনি ভুল করেছেন।

বীরল—ভুল তিনি করেন নি; কর্‌ছ তুমি।

অমলা—কারণ আমি প্রাণভয়ে পালিয়ে এয়েছি!

বীরল—পালিয়ে আমি আসিনি! জয়ের আশা না দেখে যুদ্ধে বিরত হোয়েছি।

অমলা—তাকে পরাজয় বলা চলে না নিশ্চয়ই !

বীরল—জয় পরাজয় যুদ্ধের রীতি ।

অমলা—এবং পরাজয়ই গৌরব !

বীরল—গৌরব নয় ; সান্ত্বনা । তুমি জাননা অমলা, কাশিম কুমারকে সম্মুখ সমরে পরাজিত কর্‌তে পারে, এমন পুরুষ আজও জন্মায় নি ।

অমলা—তাই ফিরে এয়েছ নারী জয় কর্‌তে !

বীরল—অমলা ! অন্য নারী এ কথা বল্‌লে তার পরিণাম কি হোত জান ?

অমলা—হোত তার মৃত্যু । কিন্তু আমাকে তোমার সে কথা বল্‌বারও সাহস নেই । ভীরু !

বীরল—তোমাকে আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য নয়, অমলা ।

অমলা—থাক ! আমি লজ্জিত যে একদিন তোমার প্রস্তাবে সম্মত হোয়েছিলাম ।

বীরল—এবং তাতে তুমি গর্ব্ব অনুভব কর্‌তে ।

অমলা—কিন্তু এখন আমি নিজেকে হীন মনে কর্‌ছি ।

বীরল—তাতে শুধু তোমার কৃতঘ্নতা প্রকাশ পাবে । তুমি ভুলে যাচ্ছ তোমার লাঞ্ছনার কথা, যার চরম পরিণতি থেকে আমিই তোমাকে রক্ষা করেছিলাম এবং যার পরও তোমার পাণিগ্রহণে আমি ইচ্ছুক ছিলাম ।

অমলা—অন্য উপায় তোমার ছিল না বলে ।

[উঠে দাঁড়ালেন ।]

বীরল—সত্যের অপলাপ কর না, অমলা।

অমলা—সত্য অসত্য সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে।

বীরল—তুমি আত্মবিস্মৃত হোয়েছ।

অমলা—তবু হীন হই নি।

বীরল—ভাল! মনে রেখ এ কথা।

অমলা—সে জন্য তোমাকে চিন্তিত হো তে হবে না। কাপুরুষ!

বীরল—বেশ।

[বীরলের মুখে কাঠিন্যের ছাপ ফুটে উঠ্‌ল;
তিনি স্থির পদে স্থান পরিত্যাগ কর্‌লেন।]

[ছদ্মবেশে কুচবিহার কুমারী প্রবেশ কর্‌লেন]

কু-কুমারী—কে ওখানে?

অমলা—আপনি কে?

কু-কুমারী—আমি স্থানীয় লোক; সামন্তের কাছে এয়েছি।

অমলা—কারণ জান্‌তে পারি?

কু কুমারী—সন্দেহ করবার কিছু নেই। আমি সামন্তের শুভাকাঙ্ক্ষী।

[সামন্ত প্রবেশ করলেন]

সামন্ত—সামন্তের শুভাকাঙ্ক্ষী কে আছে এ দুনিয়ায়?—হ্যাঁ, হ্যাঁ; আছে বটে একজন।—মা অমলা, তুমি চিন্‌তে পার নি আমার কুচবিহারের এ মা'কে।

অমলা—আমি সন্দেহ করেছিলাম; কিন্তু বল্‌তে সঙ্কোচ হোচ্ছিল।

সামন্ত—সন্তানকে ঠকাতে পার নি, মা।

কু-কুমারী—তাইতো দেখ্‌ছি। এত সহজে তুমি আমাকে চিনে ফেল্‌লে !

সামন্ত—তোমারই অনুগ্রহে তোমাকে চিনেছি, মা।—কিন্তু মা যে আমার দাঁড়িয়ে রইলেন।

কু-কুমারী—তোমাকে সে জন্য ব্যস্ত হোতে হবে না। আমি এখানে বস্‌ছি।

সামন্ত—আচ্ছা বস। বাইরের আড়ম্বরে মা'কে আমার অভ্যর্থনা কর্‌বার কিছুই নাই।

[কুমারী বারান্দার বেঞ্চে উপবেশন কর্‌লেন ; ভিন্ন দিকে সামন্ত ও অমলা উপবেশন কর্‌লেন।

কু-কুমারী—আমি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এয়েছি।

সামন্ত—বল, এ বেশে এমন সময়ে কেন এয়েছ।

কু-কুমারী—কাশিম কুমারকে জান ?

সামন্ত—বল।

কু-কুমারী—কৌশলে মণিপুর তাঁকে আবদ্ধ রেখেছেন।

সামন্ত—শুনেছিলাম বটে তিনি মণিপুর এয়েছিলেন। তারপর ?

কু-কুমারী—তারপর আর কি ? এখন উপায় কর।

সামন্ত—কি কর্‌তে হবে আমাকে ?

কু-কুমারী—তাঁকে উদ্ধার কর্‌তে হবে, আর কি।

সামন্ত—কিন্তু সত্যই যদি তিনি আবদ্ধ হোয়ে থাকেন, আইনের সাহায্যে উদ্ধার পেতে পারেন।

কু-কুমারী—আইনের চোখে তিনি নিমন্ত্রিত অতিথি।

সামন্ত—কৌশল বটে।

কু-কুমারী—তাইতো তোমার কাছে এয়েছি।

সামন্ত—আমি কি কর্‌তে পারি বল।

কু-কুমারী—আবশ্যকীয় ব্যবস্থা কর্‌তে হবে তোমাকে।

সামন্ত—সে তো বড় সহজ সাধ্য হবে না, মা।

কু-কুমারী—সহজ নয় বলেই তো তোমায় বল্‌ছি।

সামন্ত—কিন্তু সামান্য সৈনিকের পক্ষে কি এতটা সম্ভব হবে?

কু-কুমারী—হবে বলেই আমার ধারণা।

সামন্ত—কিন্তু মা, কাশিম-কুমারের যা কিছু ঘটুক না কেন, তাতে তোমার আমার কি বলতো?

কু-কুমারী—বাঃ! তিনি অন্যায় ভাবে আটক হোয়ে রয়েছেন আর আমরা চুপ কোরে থাকব?

সামন্ত—তা না হয় না রইলাম। কিন্তু কাশিম মহারাজও যে সেখানে রয়েছেন, তাঁর কথা তো কিছু বল্‌লে না?

কু-কুমারী—তিনি তো সঙ্গেই আছেন।

সামন্ত—তিনি সঙ্গে আছেন, না কুমার সঙ্গে আছেন?

কু-কুমারী—ঐ একই হোলো। পুত্র বড় হোলে পিতাই সঙ্গে থাকেন।

সামন্ত—দেখ মা, সন্তানের গোপন কথা যেমন প্রকাশ হোয়ে পড়ে মায়ের কাছে, তেমনি মায়ের অন্তরের কথাও গোপন থাকে না সন্তানের কাছে।

কু-কুমারী—তুমি শুধু শুধু আমাকে লজ্জা দিচ্ছ, সামন্ত।

সামন্ত—এতে লজ্জার কিছু নেই মা। এতরূপ এতগুণ সব নারীরই কাম্য।

কু-কুমারী—ও সব আমি শুনতে চাচ্ছিনা। তুমি এখন কি করবে তাই বল।

সামন্ত—আমি আমার মায়ের আদেশ পালন করব।

কু-কুমারী—বেশ। আমি তবে এখন চলি।

সামন্ত—দাঁড়াও। রাত্রি হোয়েছে ; একা যেও না।

কু-কুমারী—ভয় কি? আমি সশস্ত্র আছি।

[কুমারী নিষ্ক্রান্ত হোলেন]

সামন্ত—শিবন।—

[শিবন প্রবেশ কর্‌ল]

সর্দ্দারকে ডাক।

[শিবন নিষ্ক্রান্ত হোলো]

অমলা—এখন আবার সর্দ্দারকে কি কর্‌বে?

সামন্ত—আয়োজন কর্‌তে হবে।

অমলা—কিসের?

সামন্ত—কেন, শুনলি না, কুমারী বলে গেলেন?

অমলা—বেশ করেছেন। তোমাকে এর আয়োজন করতে হবে না। রাজায় রাজায় বিরোধ বেধেছে, তাতে আমাদের কি?

সামন্ত—আমরা সাহায্য কর্‌ব।

অমলা—না ; আমাদের সাহায্য করতে হবে না।

সামন্ত—কিন্তু আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।

অমলা—তাতে কি হোয়েছে? না পার্‌লে কি কর্‌বে?

সামন্ত—চেষ্টা তো করিনি।

অমলা—চেষ্টা না করাই ভাল। অনর্থক বিপদ টেনে এনে কোন লাভ নেই বাবা।

সামন্ত—তবুও চেষ্টা কর্‌তে হবে। আমাদের দুঃসময়ে যিনি এত সাহায্য কর্‌ছেন, তাঁর জন্য আমরা এতটুকু বিপদ টেনে আন্‌তে পার্‌ব না?

অমলা—কিন্তু তিনি একটা অসম্ভব কাজে তোমাকে নিয়োজিত কর্‌তে পারেন না।

সামন্ত—অসম্ভব নয়রে পাগ্‌লি, অসম্ভব নয়।

অমলা—অসম্ভব নয় তো কি? এতবড় প্রতাপশালী রাজার বিরুদ্ধে তুমি কি কর্‌বে মুষ্টিমেয় অনুচর নিয়ে? পরের জন্যে কি যে তোমার এত মাথাব্যথা আমি ভেবে পাইনে।

সামন্ত—এতদিন যে ঘুরছি, সবই পরের জন্য, নয়?

অমলা—কিন্তু তাতে লাভতো কিছুই হয় নি।

সামন্ত—ভবিষ্যতে যে হবে না তার কি কোন নিশ্চয়তা আছে?

অমলা—অন্যায় কাজের কখন সুফল হয় না।

সামন্ত—অন্যায়টা কিসের?

অমলা—অন্যের অনিষ্টচেষ্টা করা অন্যায় নয়?

সামন্ত—আর মণিপুর যে আমার এতবড় অন্যায় করেছেন, সেটাকি ?

অমলা—তিনি রাজ্যের মঙ্গলের জন্য বিদ্রোহ দমন করেছেন।

সামন্ত—আমি নিজের মঙ্গলের জন্য দুষ্টের দমন করব।

অমলা—তিনি অন্যায়ের প্রতিরোধ করেছিলেন ; তুমি প্রতি-শোধের চেষ্টা করছ।

সামন্ত—প্রতিশোধই প্রতিরোধ। যাও, আমাকে বিরত করবার চেষ্টা কর না। আমি আশ্চর্য্য হোচ্ছি, কি করে তুই ভুলে গেলি তোদের সে অমানুষিক লাঞ্ছনার কথা।

অমলা—ভুলি নি, বাবা। ভবিষ্যতের অধিকতর অমঙ্গলের আশঙ্কায় চেপে রাখতে বাধ্য হোচ্ছি।

সামন্ত—অসম্ভব ! অসম্ভব ! আমার শরীরে যতদিন রক্ত চলাচল করবে, আমি তা ভুলতে পারব না। আমি ক্ষিপ্ত হোয়ে উঠি পূর্ব্ব কথা স্মরণে।

অমলা—তাই বলে উত্তেজিত হোয়ে কিছু করাটা কি মঙ্গলের হবে ?

সামন্ত—মঙ্গল-অমঙ্গল বিচার করবার সময় আমার এখন নেই। তুমি যাও মা, আমাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা কর না। আমি স্থির প্রতিজ্ঞ হোয়েছি। যাও—

[অমলা অন্দরে গেলেন

[বীরল পুনঃ প্রবেশ করলেন]

বীরল, আমাদের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত! তুমি শুনেছ কাশিম-কুমারকে মণিপুর বন্দী করে রেখেছেন।

বীরল—পূর্ব্বে শুনি নাই।

সামন্ত—বিপদে তাঁকে সাহায্য করতে আমি প্রতিশ্রুত আছি।

বীরল—জানি।

সামন্ত—সে প্রতিশ্রুতি আমাকে এখন রক্ষা করতে হবে। তাতে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

বীরল—আশা করা যায়।

সামন্ত—উত্তম। তুমি আয়োজন কর; অবিলম্বে মণিপুর আক্রমণ করব।

বীরল—যে আজ্ঞা।

[উভয়ে উভয় দিকে নিষ্ক্রান্ত হোলেন]

দ্বিতীয় অঙ্ক

—প্রথম দৃশ্য—

[মণিপুর প্রাসাদ সমীপস্থ উদ্যানবাটী। চতুর্দ্দিকে সুসজ্জিত বারান্দা। একটি কক্ষে কাশিম মহারাজ ও কুমার রয়েছেন। মহারাজ গভীর চিন্তামগ্ন; কুমার পুস্তকে মনোনিবেশ করবার চেষ্টা করছেন। রাত্রি বারটা বাজল। প্রাসাদ থেকে মণিপুর কুমারীর গান ভেসে আসছে—গান থামল। কাশিম মহারাজ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে চক্ষু উন্মীলন করলেন।]

কাশিম—কুমার! কিছু স্থির করেছ? কুমার!

কা-কুমার—মহারাজ!

কাশিম—কিছু স্থির করেছ?

কা-কুমার—কোন্ বিষয়ে মহারাজ?

কাশিম—আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে।

কা-কুমার—আমি তো পূর্ব্বেই আমার ইচ্ছা জানিয়েছি।

কাশিম—আমি তোমাকে পুনরায় চিন্তা কর্‌তে বলেছিলাম।

কা-কুমার—আমি আমার মত পরিবর্ত্তন করিনি, মহারাজ।

কাশিম—অর্থাৎ তুমি বল্‌তে চাও, বর্ত্তমান অবস্থাই শ্রেয়ঃ?

কা-কুমার—এরূপ মনোভাব আমি প্রকাশ করিনি।

কাশিম—তুমি কি আমাকে নিশ্চেষ্ট হোয়ে এই অপমান সহ্য কর্‌তে বল্‌ছ? বৃদ্ধ বয়সে আমি কুকুরের ন্যায় জীবন যাপন কর্‌ব?

কা-কুমার—স্বেচ্ছায় আমরা পরান্ন গ্রহণ কর্‌ছি না।

কাশিম—স্বেচ্ছায় করি আর অনিচ্ছায় করি, আমরা পরান্ন গ্রহণ কর্‌ছি এবং ইচ্ছা কর্‌লেই আমরা এ থেকে অব্যাহতি পেতে পারি।

কা-কুমার—কি উপায়ে?

কাশিম—আমি আমার দাবী পরিত্যাগ কর্‌ব।

কা-কুমার—আমি সমর্থন করি না।

কাশিম—তুমি সমর্থন কর আমাদের এখানে লাঞ্ছনা ভোগ করা। যে সুযোগ মণিপুর পেয়েছেন, তার সদ্-ব্যবহার তিনি অবশ্যই কর্‌বেন।

কা-কুমার—যাতে তাঁর সে চেষ্টা সফল না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের। দুর্ব্বৃত্তকে দমন করতে হবে বাধা দিয়ে; তাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না, মহারাজ।

কাশিম—আমার নীতিজ্ঞান যথেষ্ট আছে; আমি বুঝি। দমনের উপায় যখন থাকে না, তখন তাকে সন্তুষ্ট করতে হয় প্রশ্রয় দিয়ে।

কা-কুমার—দুর্ব্বৃত্ত কখনও তুষ্ট হয় না তার ইচ্ছা অনুমোদন করলে। তাতে লিপ্সা শুধু তার বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

কাশিম—কিন্তু তার বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের অমঙ্গল টেনে আনা হয়। কুমার, আমি বৃদ্ধ হোয়েছি; অভিজ্ঞতার আমার অভাব নাই। আমি জানি, হয়তো তার পরাজয় হয় শেষ পর্য্যন্ত; কিন্তু জয়ের গৌরব তখন থাকে না, কুমার। কুটের বিরুদ্ধে জয়ও পরাজয়।

কা-কুমার—তবুও অসঙ্গত কার্য্য সমর্থনে প্রস্তুত নই।

[কুমার ধীরপদে বাইরে এসে উপবেশন করলেন।

[মণিপুর কুমারী প্রবেশ করলেন]

ম-কুমারী—কুমার যে এখনও শয়ন করেন নি?

[কুমারী উপবেশন করলেন।

কা-কুমার—না।

ম-কুমারী—কুমারকে আজ বড় অপ্রসন্ন দেখাচ্ছে।

কা-কুমার—প্রসন্ন হওয়ার কোন কারণ আছে কি ?

ম-কুমারী—কেন ? কোন অসুবিধা হোচ্ছে ?

কা-কুমার—সুবিধাটা কি মনে কর্‌ছেন ?

ম-কুমারী—অসুবিধা এত কিসের ? আপনি তো ইচ্ছামত চলাফেরা কর্‌তে পারেন। আপত্তি না থাক্‌লে আমি সঙ্গে থাক্‌তে পারি।

কা-কুমার—ধন্যবাদ !

ম-কুমারী—কুমার !

কা-কুমার—বলুন।

ম-কুমারী—গান শুন্‌বেন ?

কা-কুমার—না।

ম-কুমারী—কেন ? গান ভাল লাগেনা আপনার ?

কা-কুমার—লাগলেও সবার গান নয়।

ম-কুমারী—ও, আমার গান ভাল লাগে না আপনার ! আচ্ছা, আর বল্‌ব না।

কা-কুমার—আর কিছু বল্‌বার আছে ?

ম-কুমারী—কুমার, আপনি শুনেছেন, মণিপুর আর কাশিমবাজারের মধ্যে বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল।

কা-কুমার—শুনেছি বটে।

ম-কুমারী—আমার ইচ্ছা, সে অবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা।

কা-কুমার—আপনার ইচ্ছার উপর সেটা নির্ভর করেনা।

ম-কুমারী—কিছুটা করে, কুমার ; আর কিছুটা করে আপনার

ইচ্ছার উপর।

কা-কুমার—কি প্রকারে ?

ম-কুমারী—প্রকার ? প্রকার—অন্যায় পন্থা অবলম্বন না করা।

কা-কুমার—অর্থাৎ ?

ম-কুমারী—অর্থাৎ, সামন্তই যখন সমস্ত করছে এবং আপনাদের ইঙ্গিতে—

কা-কুমার—সামন্ত কে ?

ম-কুমারী—বর্ত্তমানে সে আপনাদের সরকারে কাজ করে। সেই সেদিন আমাদের আক্রমণ করেছিল।

কা কুমার—কিন্তু সে যদি আমাদের কর্ম্মচারী হবে তাহোলে আমার বিরুদ্ধে কেন অস্ত্র ধর্‌বে ?

ম-কুমারী—সে আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেনি; প্রকৃত সম্বন্ধ গোপন করেছিল।

কা-কুমার—আপনি জানেন না; আমি সেদিন দক্ষিণ হস্তে বিশেষ আঘাত পেয়েছিলুম।

ম-কুমারী—ও শুধু আঘাতের ভান!

কা-কুমার—তা সত্য! অস্ত্রাঘাত আনুগত্যেরই লক্ষণ বটে! কিন্তু কুমারী, সামন্ত নামে কোন ব্যক্তিকেই আমি জানি না। কে সে ?

ম-কুমারী—সে আমাদের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিল। কোন কারণে তাকে বিতাড়িত করা হয়; তখন থেকেই বহু উপায়ে আমাদের উপর উৎপাত চল্‌ছে।

কাকুমার—কিন্তু স্থির জানবেন, কুমারী, উৎপাত যদি সে সত্যই করে থাকে আপনাদের উপর, তবে সে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই করছে। আমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক তার নেই।

ম-কুমারী—আপনি মিথ্যা বলছেন।

কা-কুমার—কুমারী! মিথ্যা অপবাদের শাস্তি আমার নিকট মৃত্যু! পুরুষ হোলে সেই দণ্ডই পেতেন আজ!

[কুমার উগ্রভাবে অন্দরে প্রবেশ করলেন]

[কুমারী চিন্তিত পদে অগ্রসর হোতে মণিপুর মহারাজ, মহারাণী ও স্বরূপ প্রবেশ করলেন।]

ম কুমারী—বহু উপায়ে আমি চেষ্টা করলুম; কিন্তু কোন সুফল হোল না।

স্বরূপ—অন্যায়ের সুফল তো এমনিই হবে, অটোমেটিক'

মণিপুর—অন্যায় তুমি কাদের বলছ?

স্বরূপ—ওঁদের!

[অদূরে গোলমালের শব্দ পাওয়া যায় এবং বন্দুকের আওয়াজ হতে থাকে]

মণিপুর—একি! কিশের শব্দ? দেখতো স্বরূপ কি ব্যাপার?-

[স্বরূপ নিষ্ক্রান্ত হোলেন]

কি বিপদ ঘটল না জানি আবার!

ম-মহারাণী—বিপদ আর কি ঘটবে। হয়তো চোর টোর এয়েছিল; প্রহরী গুলি করেছে।

ম-কুমারী—কিন্তু এ যেন প্রহরীরাই গোলমাল করছে।

ম-মহারাণী—তা করতে পারে।

[প্রাসাদের দিকে উচ্চ কলরব শোনা যেতে থাকল।

[কাশিম মহারাজ ও কুমার বাইরে এলেন]

কা-কুমার—কি হোয়েছে? এতরাত্রে গোলমাল কিসের?

কাশিম—মহারাজ, একটু নিদ্রার সুযোগও কি আপনি দেবেন না আমাকে?

মণিপুর—ব্যাপার যে কি ঘটেছে আমি নিজেই বুঝতে পারছি না; একটু অপেক্ষা করুন।

[স্বরূপ পুনঃ প্রবেশ করলেন]

স্বরূপ—মহারাজ, সর্ব্বনাশ হয়েছে, মহারাজ!

মণিপুর—স্থির হও। কি হোয়েছে বল।

স্বরূপ—দস্যুদল পুরী আক্রমণ করেছে; সর্দ্দার বুঝি এ দিকেই আসছে।

মণিপুর—তাইতো! আমরা যে সবাই নিরস্ত্র।

ম-কুমারী—চিন্তা কি? আসুক না।

ম-মহারাণী—তবে তো বড় বিপদের কথা!

[সকলে উদ্‌গ্রীব হোয়ে রইলেন। ছদ্মবেশী সামন্ত, বীরল ও কয়েকজন, অনুচর সহ প্রবেশ করলেন]

সামন্ত—বাঃ! সবাই দেখ্‌ছি এখানে। উত্তম সুযোগ।

ম-কুমারী—কে তুমি? কি তোমার উদ্দেশ্য?

সামন্ত—উদ্দেশ্য আমার মহৎ, কুমারী!

ম-কুমারী—বৃথা বাক্যব্যয় না করে ব্যক্ত কর।

সামন্ত—ধৈর্য্য ধরুন; ব্যক্ত হবে।

মণিপুর—কি আশ্চর্য্য! কুমারী, কার সঙ্গে কথা বল্‌ছ? এ যে সামন্ত।

ম-কুমারী—
ম-মহারাণী— } সামন্ত!!

সামন্ত—আমি আনন্দিত হোলাম যে আপনি আমাকে চিন্‌তে পেরেছেন।

কা-কুমার—তুমি সামন্ত?!

সামন্ত—হ্যাঁ কুমার; আমার নাম সামন্ত।—

[মণি-কুমারী কাশিম কুমারের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্‌লেন; কাশিম কুমার বিব্রত হোলেন।

(মণিপুরকে দেখিয়ে) বীরল, শৃঙ্খলিত কর!

মণিপুর—আমায় শৃঙ্খলিত কর্‌বে, সামন্ত?

সামন্ত—স্বেচ্ছায় গমন কর্‌লে ও থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন। রাণী, কুমারী, আপনাদিগকেও অনুগমন কর্‌তে হবে।

ম-কুমারী—কোথায় নিয়ে যাবে আমাদের?

সামন্ত—গেলেই দেখ্‌তে পাবেন।

মণিপুর—অত্যধিক ধৃষ্টতা তোমার!

সামন্ত—ধৃষ্টতা নয়, রাজা। যে অমানুষিক অত্যাচার করেছিলেন, তারই কিছুটা ফিরে পাবেন—

(কাশিম বাজারের প্রতি) মহারাজ, কুমার, এ অবস্থায় আপনারা এখানে অবস্থান করেন, এটা শোভনীয় নয়। অনুমতি করলে আমি অন্যত্র ব্যবস্থা করতে পারি।

কাশিম—অবস্থা কি দাঁড়াল আমি তো কিছুই অনুমান করতে পারছিনে, কুমার।

কা-কুমার—আমিও ঠিক বুঝ্‌তে পারছি না, মহারাজ।

সামন্ত—চিন্তিত হবেন না। যথা সময়ে সবই প্রকাশ পাবে। আসুন!

কা-কুমার—চল।

[স্বরূপ ব্যতীত সকলে নিষ্ক্রান্ত হোলেন]

স্বরূপ—মহারাজের ঘাড়ে ভুত চেপে রয়েছে; আমার কোন ইঙ্গিতই তাঁকে স্পর্শ করে না।

[প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন]

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

[নিবীড় বন মধ্যস্থ পুরাতন অট্টালিকা। একদিকের কক্ষে মণিপুর মহারাজা ও মহারাণী আবদ্ধ রয়েছেন; বিপরীত দিকে মণিপুর কুমারী। উভয় দ্বার জীর্ণ।

একদিক থেকে অন্য দিকে দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব নয়। উভয় দিকে সশস্ত্র প্রহরী।
মণিপুর কুমারী গান ধরেছেন।]

কোথায় শান্তি কোথায় শান্তি
কোথায় তোমায় খুজি।
দিনের শেষে রাত্রি আসে
আমি চক্ষুদুটি বুজি॥
ব্যর্থ তুমি করলে মোরে
মনটি মোর অবশ করি,
এপার হোতে ওপার তুমি
ছুটাও মোরে অধীর করি।
তোমার দেখা পাইনা তবু
ফিরাও তুমি পুন—মোরে
তোমার নেশায় বিভোর হোয়ে
ঘুরে মরি মোহ ঘোরে।
পাওয়ার মত যা ছিল আমার
দিলাম ডালি তোমায় খুজি,
শূন্য প্রাণ রইল খালি
রইল না কোন পুজি॥

[গান থাম্‌ল।]

[সন্ন্যাসী প্রবেশ করল]

সন্ন্যাসী—কি হে বাপু, খবর কি তোমাদের?

১ম—খবর আর কি; দেখতেই তো পাচ্ছ।

সন্ন্যাসী—তা বেশ হোয়েছে। এতদিনে শিকার ধর্‌লে, কি বল?

১ম—এখন থাক্‌লে হয়!

সন্ন্যাসী—আরে ধরা জিনিষ কি ইচ্ছে করে থাকে? তাকে ধরে রাখ্‌তে হয়।

২য়—তা সাধু একটা কথার মত কথা বলেছে। এবারে আর ছাড়্‌ছি নে।

সন্ন্যাসী—খুব সমৃজে চল্‌বে এবার।— হ্যাঁ, কি বল্‌ছিলাম যেন।— তোমাদের জন্যে আজ এনেছি।

১ম—এনেছ? দাও।

২য়—আরে এখানে কি কর্‌বি? এখনি সেনাপতি এসে পড়্‌তে পারে।

১ম—আরে না! টুক করে ঢেলে টুক করে গিলে ফেল্‌ব।

২য়—কিন্তু আমার সাহস হয় না। হাতে নাতে ধরা পড়্‌লে আর রক্ষে নেই।

সন্ন্যাসী—তাহোলে তোমরা বস; আমি না হয় অন্য সময়ে আসব।

১ম—তা তুমি এসগে; কিন্তু ওটা আমাকে দিয়ে যেতে হবে বটে।

সন্ন্যাসী—শেষকালে একটা গণ্ডগোলে পড়্‌বে!

১ম—কিছু না গো, কিছু না। তুমি আমাকে দেও দিকি।

সন্ন্যাসী—আরে সবটা তুমি নেবে কি? দাঁড়াও আমি ঢেলে দিচ্ছি।

[মালায় করে বিষ মিশ্রিত মদ ঢেলে দিল; প্রথম পান করল]

১ম—আঃ। প্রাণটা যেন ঠাণ্ডা- হোলো; তবে বড় ঝাজ গো।

সন্ন্যাসী—যাতা জিনিষ তো প্রসাদ কর্‌তে পারিনে।

২য়—তা সাধু বাবা; ওটুকু আর কি হবে? ও যখন খেলো—

সন্ন্যাসী—তা নাও। তোমাদের জন্যেই তো আনা।

[অবশিষ্ট ঢেলে দিল; দ্বিতীয় পান করল]

২য়—বেশ জিনিষ কিন্তু, বাবা!

সন্ন্যাসী—খারাপ জিনিষ কি আমি তোমাদের দিই!—তা তোমরা বস; আমি এখন উঠি।

২য়—এক্ষুনি উঠ্‌বে কি। বস; কথাটতা বল।

সন্ন্যাসী—কথাটতা আর কি বল্‌ব? এসেছিলাম তোমাদের এটুকু দিতে; থাক্‌লে আবার নষ্ট হোয়ে যাবে।

১ম—তা বেশ করেছ; কিন্তু বুকটা যে কেমন করছে। এমন তো করেনা কোনদিন। দাঁড়াও, একটু শুয়ে নিই।

[শুয়ে পড়্‌ল]

২য়—আমারও কেমন হোচ্ছে যেন—

সন্ন্যাসী—ও কিছুনা। অনেকদিন খাওনি কিনা; তার উপর টাটকা জিনিষ।

২য়—তা বটে; কিন্তু বড্ড যেন কেমন করছে। নাঃ! এখানে খাওয়াটা ভাল হোলো না।

সন্ন্যাসী—আরে কিছু ভয় নেই। বরং একটু শুয়ে নাও; একটু পরে সব ঠিক হোয়ে যাবে!

২য়—তাই শুই।—

[শুয়ে পড়্ল]

তুমি যেয় না যেন, সাধুবাবা। একটু ঘরের দিকে নজর রাখ; আমরা ততক্ষণ সামলে নিই।

সন্ন্যাসী—আচ্ছা!

[প্রহরীদ্বয় ধীরে ধীরে অসাড় হোয়ে পড়্ল। সন্ন্যাসী এদিক ওদিক দেখে ভিতরে প্রবেশ কর্ল।]

ম-কুমারী—কে?

সন্ন্যাসী—ভয় নাই; আমি শত্রু নই।

ম-কুমারী—কে তুমি? কি জন্য এয়েছ?

সন্ন্যাসী—কুচ-কুমার আমাকে প্রেরণ করেছেন।

ম-কুমারী—তুমি তাঁর অনুচর?

সন্ন্যাসী—উপস্থিত বটে।

ম-কুমারী—কি তাঁর প্রস্তাব?

সন্ন্যাসী—সীতাকে উদ্ধার করা।

ম-কুমারী—কি উপায়ে সম্ভব? চারিদিকে তো প্রহরী।

সন্ন্যাসী—তার ব্যবস্থা আমি করেছি। এদের মদ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি।

ম-কুমারী—তা দিলেও আমি পালিয়ে যাব কি কোরে? তুমি বরং তাঁকে সংবাদ দাও; তখন পুলিশের সাহায্যে আমরা সবাই উদ্ধার পেতে পারব।

সন্ন্যাসী—আমি তাঁকে একথা বলেছিলাম। তার উত্তরে তিনি বল্‌লেন যে কুমারীকে শত্রুর হস্তে অধিক দিন রাখা যুক্তিযুক্ত হবে না।

ম-কুমারী—তোমার সঙ্গে আমি যাই কি করে?

সন্ন্যাসী—আমাকে সন্দেহ করবার কিছুই নেই, মা। তবে নিতান্তই তুমি যদি আমাকে অবিশ্বাস কর, তাহোলে আমি পীড়াপীড়ি করতে চাইনে।

ম-কুমারী—কিন্তু আমার যেন মন সরছে না, সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসী—তা হোলে থাক, মা। আমি আত্মগোপন করি।

[অগ্রসর হ'ল

ম-কুমারী—শোন, কুমার কি খুবই ব্যগ্র হোয়েছেন?

সন্ন্যাসী—সেটা কি তুমি বুঝ্‌তে পারছ না?

ম-কুমারী—(বিশেষ চিন্তিতভাবে) বেশ! চল তা হোলে।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হোয়ে ধীরে ধীরে বনমধ্যে অদৃশ্য হোলেন।]

[চিন্তিতভাবে কাশিম কুমার প্রবেশ কর্‌লেন]

কা-কুমার—এ কি! প্রহরীরা নিদ্রিত? প্রহরী! প্রহরী!—

[ব্যস্তভাবে ভিতরে প্রবেশ কর্‌লেন]

কি সর্ব্বনাশ ! কুমারী পালিয়েছেন ? কুমারী !—

[বাহিরে এলেন]

প্রহরী ! প্রহরী ! নিদ্রিত না মৃত !—

[পরীক্ষা কব্‌লেন ।]

মৃত ! আশ্চর্য্য ! কুমারী হত্যা করেছেন ? অসম্ভব নয় ।
অদ্ভুত নারী ! তা হোলে ?—
প্রহরী ! প্রহরী !—

[বিপরীত দিক থেকে একজন প্রহরী
বেগে প্রবেশ কর্‌ল]

এরা নিহত ; কুমারী অপহৃত । কোন খবর রাখ ?

প্রহবী—না কুমার । আমি ও দিকে পাহারা দিচ্ছি ; এ দিকে তো এরাই ছিল ।

কা-কুমাব—রাজা-রাণী কোথায় ?

প্রহরী—ও দিকে আছেন ; আমরা তাঁদের পাহারা দিচ্ছি।

কা-কুমার—সামন্ত ভুল করেছে মাত্র ত্বজন প্রহরীর ব্যবস্থা করে । যাও, সামন্তকে খবর দাও ।

প্রহরী—যে অ‍াজ্ঞা ।

[প্রহরী নিষ্ক্রান্ত হোলো । কুমার চিন্তিতপদে
মণিপুরের কক্ষের দিকে গেলেন ।]

কা-কুমার—খোল ত্বয়ার ।—

[প্রহরী দ্বার উন্মুক্ত কর্‌ল ; কুমার
প্রবেশ কর্‌লেন ।]

আপনারা মুক্ত। স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌তে পারেন।

ম-মহারাণী—কুমারী?

কা-কুমার—কুমারী পলায়ন করেছেন।

ম-মহারাণী—পলায়ন করেছে?

মণিপুর—কি উপায়ে পলায়ন কর্‌ল?

কা-কুমার—জানি না। আপনারা এ স্থান পরিত্যাগ কর্‌তে পারেন।

মণিপুর—এস রাণী।

[মণিপুর ও মহারাণী নিষ্ক্রান্ত হোলেন]

[কাশিম কুমার পুনঃ কুমারীর কক্ষে এলেন]

কা-কুমার—কুমারী পালিয়ে গেছে! ভালই হোয়েছে! কত কষ্ট হোচ্ছিল।—

[দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ কর্‌লেন]

কুমারী পালিয়ে গেছে।

[পায়চারি করতে লাগলেন]

[প্রহরীসহ সামন্ত ও বীরল প্রবেশ কর্‌লেন]

সামন্ত—আশ্চর্য্য খবর বটে।

কা-কুমার—ঐ দেখ, প্রহরীরা কৌশলে নিহত হোয়েছে; কেহ সন্দেহ কর্‌তে পারে নি।

সামন্ত—তাই তো দেখ্‌ছি। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হোচ্ছি, কি উপায়ে শত্রুপক্ষ এখানকার সন্ধান পেল! সাধারণে এ স্থানের সন্ধান জানে না।

কা-কুমার—সাধারণ লোকের কাজ এ নয়, সামন্ত।

বীরল—আমার মনে হয়, ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই কেহ কুমারীকে হরণ করেছে।

কা-কুমার—আমিও ঐরূপ সন্দেহ করেছিলাম যখন দেখ্‌লাম রাজা-রাণীকে।

সামন্ত—রাজা-রাণী তা হোলে আবদ্ধ আছেন?

কা-কুমার—না সামন্ত।

সামন্ত—তবে?

কা-কুমার—আমি তাঁদের মুক্ত করে দিয়েছি।

সামন্ত—আপনি মুক্ত করে দিয়েছেন!

কা-কুমার—হ্যাঁ সামন্ত; আমিই মুক্ত করে দিয়েছি।

সামন্ত—কি উদ্দেশ্যে আপনি তাঁদের মুক্ত কর্‌লেন?

কা-কুমার—কোন উদ্দেশ্যে নয়, সামন্ত। কুমারী যখন চলে গেছেন, তখন এঁদের আট্‌কে রেখে লাভ কি!

সামন্ত—কি বল্‌ছেন আপনি? এঁদের আট্‌কে রেখেই তো আমার লাভ। কুমারীকে আমার কোন আবশ্যক ছিল না; শুধু অত্যধিক বুদ্ধিমতী বলেই তাঁকে আট্‌কে রেখেছিলাম।

কা-কুমার—ভালই করেছিলে!

সামন্ত—অবশ্যই ভাল করেছিলাম। কিন্তু আপনি কার হুকুমে রাজা-রাণীকে মুক্ত কর্‌লেন?

কা-কুমার—হুকুম!

সামন্ত—হ্যাঁ, কে আপনাকে এরূপ নির্দ্দেশ দিয়েছিল ?

কা-কুমার—নির্দ্দেশ আমাকে কেহ দেয়নি, সামন্ত ; আমার নিজের নির্দ্দেশেই তাঁরা মুক্ত হোয়েছেন।

সামন্ত—নির্দ্দেশ দেওয়ার আপনি কে ? রাজারাণী আমার বন্দী ; আপনার নন।

কা-কুমার—আমার নির্দ্দেশ তুমি মেনে নেবে।

সামন্ত—অবশ্যই নয়। আমি আপনার ক্রীতদাস নই যে আপনার খেয়াল আমাকে মেনে নিতে হবে !

কা-কুমার—সামন্ত ! !

সামন্ত—কুমার ! ! আপনি অনধিকার চর্চ্চা করেছেন !

কা-কুমার—ধরো অস্ত্র !

সামন্ত—উত্তম !

[উভয়ে অসি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হোলেন।]

বীরল—ক্ষান্ত হোন সেনাপতি ; ক্ষান্ত হোন কুমার। কুমার, ক্ষমা করুন। কুমার ! কুমার !—

[কুমার সামন্তকে গুরুতর আঘাত কর্‌লেন ; সামন্ত ঢলে পড়্‌লেন।]

কি কর্‌লেন, কুমার !

কা-কুমার—সামন্ত !

[সামন্তের উপর কুমার ঝুকে পড়্‌লেন। বীরলের ইঙ্গিতে একজন প্রহরী নিষ্ক্রান্ত হোলো।]

সামন্ত—আঃ ! মুহূর্ত্তে সব শেষ কোরে দিলেন ?

কা-কুমার—তুমি কেন আমাকে অমন করে আঘাত কর্‌লে? আমি যে আত্মহারা হোয়ে পড়েছিলাম, সামন্ত।

সামন্ত—আমি অনুমান করিনি কুমারীর প্রতি আপনার অনুরাগ। স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটায় আমি ক্ষিপ্ত হোয়ে উঠেছিলাম।

কা-কুমাব—কি তোমার স্বার্থ? আমাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করার জন্যই তো তুমি তাঁদের আবদ্ধ রেখেছিলে।

সামন্ত—না কুমার। পূর্ব্বকৃত অমানুষিক অত্যাচারের প্রতি-শোধ চেয়েছিলাম আমি।

কা-কুমার—কি সে অত্যাচার? বল সামন্ত; আমি তার প্রতিবিধান কর্‌ব।

সামন্ত—সে আশা নির্ম্মূল হোলো।

কা-কুমার—তুমি বল সামন্ত; তোমার উদ্দেশ্য আমি সিদ্ধ কর্‌ব।

সামন্ত—সম্ভব নয়; তবুও শুনুন। মণিপুরের আমি সেনাপতি পদে নিযুক্ত ছিলাম। একবার তিনি বিশেষ জলসার আয়োজন করেন। তখন তাঁর পুত্র জীবিত। তিনি অমলার নিকট অবৈধ মিলনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। অমলা অসম্মত থাকায় কুমার বল প্রয়োগের ভয় প্রদর্শন করেন। আমি রাজাকে জানালাম।

কা-কুমার—তিনি কি বল্‌লেন?

সামন্ত—তিনি বল্‌লেন, তাঁর পুত্র আমার কন্যার সঙ্গ লিপ্সা করায় আমার গর্ব্ব অনুভব করা উচিত।

কা-কুমার—অদ্ভুত মনোবৃত্তি!

সামন্ত—এ বিষয়ে আর অগ্রসর হোতে পারল না; তবে রাজা বিশেষ রুষ্ট হোলেন আমার উপর। তারই কিছুদিন পর দুর্ভিক্ষজনিত মণিপুরে প্রজা বিদ্রোহ হয়। সে বিদ্রোহ দমনের প্রচেষ্টায় মণি-কুমার নিহত হন।

কা-কুমার—ঈশ্বর দণ্ড বিধান করেছিলেন।

সামন্ত—কিন্তু আমার ভাগ্যে অন্যরূপ ঘটল। রাজা সন্দেহ করলেন, আমিই ষড়যন্ত্র করে কুমারকে হত্যা করেছি। ফলে, অমানুষিক অত্যাচার করে আমাকে বিতাড়িত করা হোলো।

কা-কুমার—এত নীচ মণিপুর! সামন্ত, তুমি আশ্বস্ত হও; যে ভাবে হোক, আমি এর প্রতিবিধান করব।—বীরল তুমি দেখ সামন্তকে।

[কুমার উত্তেজিতভাবে নিষ্ক্রান্ত হোলেন।]

সামন্ত—কুমার চলে গেলেন?

বীরল—হ্যাঁ, সেনাপতি।

সামন্ত—ভালই হোয়েছে। নন্দন ওরা এসে পড়লে আর একটা রক্তকাণ্ড ঘটে যেত।

বীরল—ঐ যে ওরা আসছে।

সামন্ত—ওদের দে - খ -

[ক্ষিপ্রভাবে অমলা ও নন্দন প্রবেশ করলেন]

অমলা—বাবা! বাবা!—

[ঝুকে পড়লেন]

বাবা ! !

সামন্ত—মা—

[সামন্ত কথা বল্‌বার চেষ্টা কর্‌লেন ;
ধীরে ধীরে তাঁর চক্ষু বুজে এল ।]

অমলা—আমি তোমাকে কত বারণ করেছি ; তুমি কেন আমার কথা শুনলে না, বাবা ?

নন্দন—কি করে সম্ভব হোলো এ ?

বীরল—কুমার রাজা-রাণীকে মুক্ত করে দেওয়ায়, উভয়ের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা হয় । তা থেকেই—

নন্দন—তুমি উপস্থিত ছিলে ?

বীরল—ছিলাম ; কিন্তু বাধা দিতে পারি নি ।

নন্দন—তুমি অস্ত্র ধরেছিলে ?

বীরল—না ।

অমলা—তবে তুমি কি করেছিলে ?

[উঠে দাঁড়ালেন]

বীরল—আমি উভয়কে বিরত করবার চেষ্টা করেছিলাম ।

নন্দন—তুমি অস্ত্র ধর্‌লে না কেন ?

বীরল—অস্ত্র ধরা সঙ্গত হোত না ।

নন্দন—কারণ ?

বীরল—কারণ কুমার বৈরীভাবে অস্ত্র ধারণ করেন নি ।

নন্দন—মিত্রভাবে তিনি বাবাকে হত্যা করেছেন, নয় ?

বীরল—সহসা উভয়ে উত্তেজিত হোয়ে পড়েন ; তারই ফলে এই ঘটে ।

নন্দন—তুমি সে উত্তেজনায় উৎসাহ দিয়েছ। বীরল, আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তোমার উদ্দেশ্যই ছিল বাবাকে নিহত করা। তুমি চাও মণিপুরের তুষ্টি বিধান করে নিজের উন্নতি।

বীরল—তুমি ভুল ধারণা কর্‌ছ, নন্দন।

অমলা—নিশ্চয়ই নয়। তুমি অস্ত্র ধর্‌লে না কেন?

বীরল—ও অবস্থায় আমার অস্ত্র ধরা নীতি বিরুদ্ধ হোত।

নন্দন—রাখ তোমার নীতি! বীরল! তোমার উদ্দেশ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হোয়েছে। এখানে তোমার আর থাকা চল্‌বে না।

বীরল—ভাল!

অমলা—তুমি দূর হও, পিশাচ!

বীরল—বেশ! আমি চল্‌লাম।

[নিষ্ক্রান্ত হোলেন]

—তৃতীয় দৃশ্য—

[বনপ্রান্ত। সন্ন্যাসীর কুটীরের সম্মুখ।
মণিপুর-কুমারী ইতস্ততো লক্ষ্য কর্‌ছেন।
সন্ন্যাসী প্রবেশ কর্‌ল।]

ম-কুমারী—সন্ন্যাসী, কুমার কোথায়?

সন্ন্যাসী—কুমার! হাঃ! হাঃ! কুমার!

[মদ্যপান কর্‌ল।]

ম-কুমারী—ও কি ! তুমি কি পান কর্‌ছ ?

সন্ন্যাসী—আমি সুরা পান কর্‌ছি।

ম-কুমারী—সুরা পান কর্‌ছ কেন ?

সন্ন্যাসী—সুরা আত্মবিস্মৃতি এনে দেয়—

ম-কুমারী—তোমার তত্ত্বজ্ঞান আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। এখন কুমার কোথায় শীঘ্র বল।

সন্ন্যাসী—আমি কুমারের সন্ধান রাখি না।

[হাস্য।]

ম-কুমারী--তবে কেন তুমি আমাকে এখানে আন্‌লে ?

সন্ন্যাসী—আমার নারী-লিপ্সা জেগেছিল, তাই আমি তোমাকে হরণ করেছি।

ম-কুমারী—তুমি আমাকে হরণ করেছ ! ?

সন্ন্যাসী—হাঁ, আমি তোমাকে হরণ করেছি।

ম-কুমারী—আশ্চর্য্য ! আমি প্রতারিত হোয়েছি !

সন্ন্যাসী—চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই, কুমারী। নারীর পক্ষে সবই সমান। এস !

ম-কুমারী—কি মুস্কিল !

সন্ন্যাসী—কোন মুস্কিল নেই। এস ! রমণ দাও রমণী !

ম-কুমারী—কি বিপদ ! কে আছ—রক্ষা কর !

সন্ন্যাসী—কে রক্ষা কর্‌বে, কুমারী ?

[অট্টহাস্যে বলপূর্ব্বক কুমারীকে ভুজবন্ধনে আবদ্ধ কর্‌ল।]

ম-কুমারী—ভগবান ! ! রক্ষা কর, ভগবান ! !

সন্ন্যাসী—কোথায় ভগবান !

ম-কুমারী—ভগবান ! ! !

[বেগে বালক-বালিকা প্রবেশ করল; অন্যদিকে কুচ-কুমার প্রবেশ করলেন]

বালক-বালিকা—এ কি ! সন্ন্যাসীর এই কাজ ! দাঁড়াও !

[উভয়ে শর নিক্ষেপ করল]

সন্ন্যাসী—ওঃ ! ক্ষুদ্র বালক-বালিকা আমাকে আঘাত করল !

[ভূতলে পতিত হোলো]

কু-কুমার—উপযুক্ত শাস্তি হোয়েছে।

সন্ন্যাসী—আঃ ! জীবন ব্যর্থ করে দিলে তোমরা আমার !

বালিকা—ভালই হোয়েছে। তোমার মত লোকের কোন দরকার নেই এ পৃথিবীতে।

কু-কুমার—ঠিকই বলেছ তুমি।— কি উপায়ে আপনি এখানে এলেন, কুমারী ?

ম-কুমারী—সন্ন্যাসী আমাকে প্রতারিত করেছে আপনার নামে।

কু-কুমার—আমার নামে ! আশ্চর্য্য ! এত নীচ প্রকৃতি এই জীবগুলির !

সন্ন্যাসী—উঃ ! ভগবান !

[বিলাপ করতে থাকল]

কু-কুমার—যাক ! বেটার হোয়ে এয়েছে। চলুন, আমরা যাই।

[উভয়ে স্থান পরিত্যাগ করলেন।]

বালিকা—ওঃ! বীর যা তা তো বোঝা গেছে। বেটাকে মারলাম আমরা; আর উনি নেবেন নাম।

বালক—বড় লোকেরা ঐ রকম হয়।— দাঁড়া, সেই লোকটা আবার আস্‌ছে। দেখি কি করে।

[অশ্বপৃষ্ঠে কাশিম-কুমার প্রবেশ কর্‌লেন]

কা-কুমার—তোমরা এখানে কি কর্‌ছ?

বালক—সন্ন্যাসীকে মার্‌লাম।

কা-কুমার—কেন?

বালক—সন্ন্যাসী একটা মেয়ে লোকের উপর অত্যাচার কর্‌তে যাচ্ছিল—

কা-কুমার—কি রকম মেয়ে লোক? কোথায় তিনি?

বালক—বেশ সুন্দর দেখ্‌তে। তোমার মত একটা লোকের সঙ্গে চলে গেল। সেই সময়ে কোত্থেকে যেন এসে পড়্‌ল সে লোকটা।

কা-কুমার—কোন্ দিকে গেলেন তাঁরা?

বালক—ঐ যে ও দিকে।

[দিক্ নির্দ্দেশ কর্‌ল]

কা-কুমার—আচ্ছা, ধন্যবাদ তোমাদের!

বালক—কোথায় যাও?

কা-কুমার—কুমারীর সন্ধানে।

[কুমার ক্ষিপ্রভাবে স্থান পরিত্যাগ কর্‌লেন।]

বালক—আয়রে, সুন্দর মুখ দেখে লোকটার মাথা খারাপ হোয়ে গেছে!

বালিকা—লোকটা কিন্তু ছিল ভাল।

[নিষ্ক্রান্ত হোলো]

তৃতীয় অঙ্ক

—প্রথম দৃশ্য—

[গৌহাটি। কুচবিহার মহারাজার আবাস ;
সম্মুখস্থ উদ্যান। কুচবিহার ও মণিপুর এসে
উপবেশন করলেন।]

কুচবিহার—কুমারীর বিবাহের জন্য আপনি চিন্তিত হবেন না। এতো ইচ্ছা করলেই হোতে পারবে। আগে বিপদ থেকে উদ্ধার হোন।

মণিপুর—সামন্ত সম্বন্ধে এবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যাবে বলে মনে হোচ্ছে : কারণ তার আস্তানার সন্ধান পাওয়া গেছে।

কুচবিহার—সে কি আর ওখানে থাকবে আপনি মনে করেন ?

মণিপুর—অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। অবশ্য মুস্কিল হোচ্ছে কাশিম-কুমারকে নিয়ে-বড় দুর্ধর্ষ লোক।

কুচবিহার—আমি কুমারকে আদৌ সন্দেহ করি না।

মণিপুর—আপনি নিতান্ত সরল প্রকৃতির মানুষ ; কাজেই

আপনি কিছুই সন্দেহ কর্‌তে পারেন না। আমি সবই অনুমান কর্‌তে পার্‌ছি।

কুচবিহার—তা কর্‌তে পারেন।

মণিপুর—আপনি বল্‌তে পারেন, কুমার-মহারাজ যখন নিমন্ত্রিত আমার ওখানে তখনই কেন আমার পুরী আক্রমিত হয়? আবার কোন্ অধিকারে কুমার আমাদিগকে মুক্ত করেন?

কুচবিহার – প্রথমটির সহিত কুমারের কোন সংশ্রব আছে বলে আমার মনে হয় না, তবে শেষের অবস্থাটিই আমি বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি নে।

মণিপুর – কুমারকে নিরপরাধ ভাববার আপনার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই।

কুচবিহার—অপরাধী সাব্যস্ত কর্‌বারও যথেষ্ট কারণ দেখ্‌ছি না।

মণিপুর—এই কি যথেষ্ট কারণ নয়? যাহোক, প্রমাণ যা পেয়েছি, তাতেই আমি শত্রুর উপযুক্ত দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা কর্‌তে পার্‌ব।

কুচবিহার—কর্‌তে পার্‌লে ভালই।

মণিপুর—সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারেন। এখন আপনার আপত্তি না থাক্‌লে আমি দিন স্থির কর্‌তে পারি।

কুচবিহার—কর্‌তে পারেন; তবে না করলেই ভাল।

মণিপুর—কারণ?

কুচবিহার—উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদানই শাস্ত্রের বিধান।

মণিপুর—মহারাজ কি যে বল্‌ছেন! নিজের পুত্রকে আপনি ছোট মনে করেন?

কুচবিহার—স্নেহান্ধ হওয়ায় সত্যতা বা উদারতা নাই, মহারাজ।

মণিপুর—কুমারকে আপনি অনুপযুক্ত পাত্র বল্‌তে পারেন না।

কুচবিহার—তুলনায় কুমার প্রশংশনীয় নহে।

মণিপুর—তুলনা কর্‌ছেন আপনি কার সঙ্গে? কাশিম-কুমারের সঙ্গে?

[কুচবিহার কুমারী প্রবেশ কর্‌লেন]

কু-কুমারী—কার সঙ্গে কার তুলনা কর্‌ছেন, আপনারা?

মণিপুর—দেখনা মা, মহারাজ আমাদের কুমারের সঙ্গে কাশিম-কুমারের তুলনা কর্‌ছেন।

কু-কুমারী—খুব অন্যায়! তুল্য দোষ-গুণ থাকলেই তবে তুলনা করা চলে।—

(লজ্জিতভাবে) বাবা, ঐ দেখুন, কাশিম-কুমার আস্‌ছেন আমাদের এখানে।

কুচবিহার—আমার পরম সৌভাগ্য যে এ হেন বীরপুরুষ আমার পুরীতে পদার্পণ করেছেন।

[ত্রস্তভাবে কুচবিহার কুমার এবং
মণিপুর কুমারী প্রবেশ কর্‌লেন]

কু-কুমার—মহারাজ, সর্ব্বনাশ উপস্থিত! কাশিমকুমার ক্ষিপ্তবৎ এ দিকে ছুটে আস্‌ছেন।

কুচবিহার—তাতে সর্ব্বনাশের কি হোয়েছে ?

কু-কুমার—দুষ্ট লোকের সংস্পর্শে অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে, এই খবরই দিতে চাই।

কুচবিহার—খবর দেওয়ার লোকের অভাব নাই, কুমার।

মণিপুব—কুমার তো অশোভনীয় কিছু বলেন নি; আপনি রুষ্ট হোচ্ছেন কেন ?

কুচবিহার—থামুন। কাশিম-কুমার আসছেন।—

[অশ্বপৃষ্ঠে কাশিম-কুমার প্রবেশ করলেন]

আসুন কুমার !

[কা-কুমার অবতরণ করলেন]

কা-কুমার—কুমারী, আপনি পালিয়ে এলেন !

ম-কুমারী—আমি আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করেছি।

কা-কুমার—তা বটে ! ওখানে আত্মমর্য্যাদা হানির আশঙ্কা ছিল। ভালই করেছেন !

[গমনোদ্যত হোলেন]

কুচবিহার—কুমার, আপনি আমার অতিথি; আমার আতিথ্য গ্রহণ করলে আনন্দিত হব।

কা-কুমার—ক্ষমা করুণ মহারাজ। অমি অন্যায় ভাবে আপনার এখানে এসে পড়েছি।

কুচবিহার—কোন অন্যায় হয়নি, কুমার ; আমি বিশেষ আনন্দিত হোয়েছি। আপনার উদ্দেশ্য, কুমার ?

কা-কুমার—আমি ভুল করে এসে পড়েছি ; আমাকে ক্ষমা করুন।

মণিপুর—উনি এসেছেন সন্ধান নিতে পুনঃরায় সামন্তের কোন সুবিধা হয় কিনা।

কা-কুমার—সামন্তের সমস্ত সুবিধা আমি ঘুচিয়ে দিয়েছি : আমি তাকে হত্যা করেছি।

মণিপুর—কুমার মনে করছেন, উনি যা কিছু বল্‌বেন, আমরা সরল মনে গ্রহণ করে নিশ্চিন্ত থাকব।

কা-কুমার—ভগবান আপনাকে যেন কোন দিনই নিশ্চিন্ত না করেন!

[কুমার নিষ্ক্রান্ত হোলেন]

কুচবিহার—কুমার যে কেন এভাবে এয়েছিলেন, কিছুই অনুমান করতে পারছি না।

মণিপুর—মহারাজ চিন্তিত হোয়ে পড়লেন!

কুচবিহার—চিন্তারই কথা—

কু-কুমার—অবস্থা যা দেখছি তাতে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।—

[কু-কুমার ব্যতীত সকলে স্থান পরিত্যাগ করলেন। কু-কুমারী অল্প অগ্রসর হোয়ে অন্তরালে গেলেন।

প্রহরী—

[দুজন প্রহরী প্রবেশ করল]

(প্রথমের প্রতি) তুমি সবাইকে বলে দেবে, বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে যেন তারা পাহারা দেয়; বাইরের কোন প্রাণী যেন ফটকের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে। বুঝলে ?

১ম—হুজুর।

কু-কুমার—আচ্ছা, তুমি যাও।—

[১ম নিষ্ক্রান্ত হোলো]

তোমার উপর বিশেষ কাজের ভার আছে।

২য়—আজ্ঞা করুন।

কু কুমার—(নিম্নস্বরে) কাশিম-কুমারকে যেতে দেখেছ ?

২য়—দেখেছি হুজুর।

কু-কুমার—তুমি গোপনে তাঁকে অনুসরণ করবে। শয্যা গ্রহণের পূর্ব্বে আমি তাঁর মৃত্যু সংবাদ চাই।
পুরস্কার হাজার টাকা।

২য়—যে আজ্ঞা।

[নিক্রান্ত হোলো।]

কু-কুমার—দেখা যাবে এবার কি দাঁড়ায়।

[ক্রুর হাসিতে স্থান পরিত্যাগ করলেন]

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

[বন। কাশিম কুমার অশ্বের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।]

কা-কুমার—গোরা! একি হোলো, গোরা! কি করতে কি হোয়ে গেল! সব যে গোলমাল হোয়ে গেল। ও মরে গেল!—

[দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করলেন]

মন্তুই সব গোলমাল করে দিয়েছে। সামন্ত ভুল বলেছিল—আমার কি দোষ!—
গোরা! গোরা!!

[পশ্চাৎ থেকে গুপ্ত ঘাতক অগ্রসর হোতে থাকল]

[পার্শ্বথেকে কুচবিহার কুমারী ছদ্মবেশে প্রবেশ করলেন]

কু-কুমারী—খবরদার!—

[কু-কুমারী ঘাতকের প্রতি পিস্তল লক্ষ্য করলেন; কা-কুমার প্রকৃতিস্থ হোলেন]

ফেল অস্ত্র!

[ঘাতক অস্ত্রত্যাগ করল।]

এই নাও হাজার টাকা। আজ রাত্রেই রাজ্য পরিত্যাগ করবে; অন্যথায় মৃত্যু। যাও!

[ঘাতক নিক্রান্ত হোলো।]

কা-কুমার—কে এ? কি জন্য এয়েছিল?

কু-কুমারী—গুপ্ত ঘাতক; উদ্দেশ্য অনুমান করতে পারেন।

কা-কুমার—কে ওকে পাঠিয়েছিল? তুমিই বা কে?

কু-কুমারী—কে ওকে পাঠিয়েছিল, তা আপনার না জানাই ভাল।

কা-কুমার—তুমি কে তাও কি আমার জানা উচিত নয়?

কু-কুমারী—আমি? আমি তো কুচ-কুমারীর পরিচারক।

কা-কুমার—তুমি কুচ-কুমারীর পরিচারক? তবে এখানে তোমাকে কে পাঠালে?

কু-কুমারী—কুমারীই পাঠিয়েছেন আমাকে।

কা-কুমার—তিনি জানলেন কি করে, যে আমার এমন বিপদ ঘটতে পারে? আর তাঁর স্বার্থই বা কি?

কু-কুমারী—তা আমি বল্‌তে পারব না। আমাকে হুকুম করেছেন, আমি এসেছি।

কা-কুমার—কি উদ্দেশ্য থাক্‌তে পারে, তাঁর তোমাকে পাঠানোর?

কু-কুমারী—উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য কিছুই নয়।

কা-কুমার—বিনা উদ্দেশ্যে কেহ কাজ করে না।

কু-কুমারী—একটা কিছু আছে বৈকি।

কা-কুমার—কি সেটা?

কু-কুমারী—কুমারী আপনার অনুরক্তা।

কা-কুমার—কুচ-কুমারী অনুরক্তা আমার?

কু-কুমারী—কেন, বিশ্বাস হোচ্ছে না বুঝি?

কা-কুমার—বিশ্বাস না হওয়ারই তো কথা। কিন্তু সত্যই যদি

তিনি আমার প্রতি আকৃষ্ট হোয়ে থাকেন, তাহোলে বুঝতে হবে, তিনি নিজের প্রতি অন্যায় করেছেন।

কু-কুমারী—কেন কুমার?

কা-কুমার—সেটা তুমি নাই বা জান্‌লে।

কু-কুমারী—আমি কিছুটা অনুমান করছি।

কা-কুমার—বল।

কু-কুমারী—আপনি মণিপুর কুমারীর প্রণয় আকাঙ্খা করেন।

কা-কুমার—তুমি সত্য অনুমান করেছ।

কু-কুমারী—কুমারীও এরূপ সন্দেহ করেন।

কা-কুমার—কুমারী বুঝ্‌তে পেরেছেন? তবে তিনি বিরত হোচ্ছেন না কেন?

কু-কুমারী—বুঝ্‌তে পারলেই কি বিরত হওয়া যায়, কুমার? তাহোলে অনেকেই অনেক বিষয়ে বিরত হোতে পারত।

কা-কুমার—কিন্তু না হোয়ে তো লাভ নেই।

কু-কুমারী—লাভ লোকসান ভেবে মানুষ ভালবাসে না। ভাল-লাগে বলেই ভালবাসে।

কা-কুমার—রক্ষী, তুমি কি কাকেও ভালবাস? নিজে উপলব্ধি না করলে তো এ কথা বলা যায় না।

কু-কুমারী—আমার দুর্ভাগ্য—

কা-কুমার—তোমার প্রনয়িণী বুঝি অন্যের প্রতি আসক্ত?

কু-কুমারী—বুঝতেই পারেন।

কা-কুমার—বুঝতে পেরেছি। গভীর প্রেম বুঝি শুধু দুঃখেরই কারণ!—

[নেপথ্যে চাপা স্বর শোনা যেতে থাকল]

একি! এরা আবার কারা?

[অনুচর সহ নন্দন প্রবেশ করল]

নন্দন—দাঁড়িয়ে দেখছ কি? আক্রমণ কর!

[অট্টহাস্যে বীরল প্রবেশ করলেন]

বীরল—হুকুম মানছে না বুঝি? কি আর করবে? নিজেই লেগে পড়!

নন্দন—তোমার প্রতারণার উপযুক্ত ফল পাবে!

বীরল—ফলের অভাব হবে না। নন্দন! রক্ষীগণ! আমি জান্‌তে চাই, কার হুকুমে তোমরা এভাবে এখানে এয়েছ? সেনাপতির অবর্ত্তমানে আমিই তোমাদের সেনাপতি। আমার হুকুম—স্থান পরিত্যাগ কর! যাও!

[নন্দন ও অনুচরগণ নিষ্ক্রান্ত হোলো।

কা-কুমার—বীরল! একদিন তুমি আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলে; আজ তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করলে।

বীরল—আপনার প্রাণ রক্ষা করবার ক্ষমতা আমার নেই, কুমার। আমি শুধু অবস্থা উপভোগ করতে এয়েছি।

কা-কুমার—তা বেশ করেছ।

বীরল—কুমার, অপরাধ নেবেন না। আপনার সঙ্গীর পরিচয় পেতে পারি কি?

কা-কুমার—এ কুচ-কুমারীর পরিচারক।

বীরল—আপনি সত্য হোতে বঞ্চিত হোয়েছেন। ইনিই কুচ-কুমারী।

কা-কুমার—ইনিই কুচ-কুমারী!

কু-কুমারী—রুষ্ট হবেন না, কুমার! নিরুপায় হোয়েই আমি ছদ্মবেশ ধারণ করেছি।

কা-কুমার—আশ্চর্য্য নারী আপনি! কুমারী, সত্যই কি আপনি আমাকে এত ভালবাসেন? আমি তো কিছুই অনুমান করতে পারি নি।

কু-কুমারী—আমি অবস্থা বুঝে নিজেকে সংযত করেছি।

কা-কুমার—তবে কেন প্রকাশ করলেন? আমি না জানলেই তো ভাল ছিল।

কু-কুমারী—ছদ্মবেশে আপনার মানষিক অবস্থা জানাই আমার উদ্দেশ্য ছিল; বীরল এসে গোলমাল করে দিল।

বীরল—আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন, কুমারী। আমি অন্যরূপ ভেবেছিলাম।

কু-কুমারী—তাতে এমন ক্ষতি হয় নি; আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোয়েছে।— আমি চললুম, কুমার।

কা-কুমার—আমার প্রশ্নের উত্তর তো দিলেন না; কুমারী?

আপনি কি সত্যই খুসী হবেন আমাকে নিয়ে? আমি নিজেকে বুঝে উঠতে পারছি নে।

কু-কুমারী—আমিও নিশ্চিত নই নিজের সম্বন্ধে!

[স্থান পরিত্যাগ করলেন।]

বীরল—কুমারীর এভাবে আসার কারণ তো বুঝছি না।

কা-কুমার—তুমি জান, আমি কুচবিহারের গৌহাটিস্থ ভবনে গেছিলাম। সেখান থেকেই এখানে আস্‌ছি। পথে গুপ্তঘাতক আমাকে অনুসরণ করে। কুমারী কি ভাবে জান্‌তে পেরে রক্ষা করেছেন।

বীরল—বুঝতে পারছি, আপনার চারিদিকে শত্রু। আপনার এখন বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

কা-কুমার—শত্রু আমার অনেক রকম দাঁড়িয়েছে, বীরল। কোন্‌টা থেকে নিজেকে রক্ষা করব?

বীরল—আপনার আর এ ভাবে চলাফেরা করা উচিত নয়?

কা-কুমার—কি ভাবে চলা ফেরা করব বল?

বীরল—আমি বল্‌ছি, রক্ষী থাকা ভাল।

কা-কুমার—রক্ষী? তেমন রক্ষী কোথায় পাব?

বীরল—কুমারের অনুগ্রহ হোলে—

কা-কুমার—তুমি থাক্‌বে?

বীরল—আমার তাতে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, কুমার।

কা-কুমার—ভাল।

বীরল—চলুন, আপনাকে শিবিরে রেখে আসি।

কা-কুমার—চল।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হোলেন।]

—তৃতীয় দৃশ্য—

[সামন্তের বাইরের ঘর। কাশিম-মহারাজ,
মহারাণী ও নন্দন উপবিষ্ট।]

কাশিম—আমি বিশ্বাস করতে পারছি না; নন্দন।

নন্দন—আপনি বিশ্বাস না করতে পারেন; তাতে আমার কোন ক্ষতি নেই। আমি আমার কর্ত্তব্য স্থির করেছি।

কাশিম—তুমি সত্য বল্‌ছ, নন্দন?

নন্দন—আপনাকে মিথ্যা বল্‌বার আমার কোন উদ্দেশ্য নেই। নিজের মাথায় বিপদ টেনে এনে বাবা একদিন আপনাদিগকে উদ্ধার করলেন; আর তার প্রতিদান দিলেন কুমার বাবাকে হত্যা করে। এর প্রতিফল তাঁকে পেতেই হবে।

কা-মহারাণী—কি করতে চাও তুমি? কিসে তুমি তুষ্ট হবে বল; আমরা তার ব্যবস্থা করব।

নন্দন—আপনাদের কিছুই করতে হবে না; আমি আপনাকে কাছে কিছুই চাই না।

[স্থান পরিত্যাগ করল।

[অমলা প্রবেশ করলেন]

অমলা—ওর আর দোষ কি?

কা-মহারাণী—তুমিই সামন্ত কন্যা?

অমলা—হ্যাঁ রাণী-মা।

কা-মহারাণী—তুমি কি অসুস্থ ?

অমলা—না; আমি ভালই আছি।

কা মহারাণী—কিন্তু তোমাকে বড় দুর্ব্বল মনে হোচ্ছে। এস আমার কাছে।—

[অমলা উপবেশন করলেন।]

অবস্থাটা কি বলতো, মা।

অমলা—অবস্থা যা শুনেছেন তা সত্য; তবে মনে হয় কুমারকে সে জন্য দোষী বলা যায় না।

কাশিম—কুমারই যদি সামন্তকে হত্যা করে থাকে তবে তার নির্দ্দোষীতার কি কারণ থাকতে পারে? বুঝতে পেরেছি, সুখ্যাত মহারাজ কাশিমবাজারের পুত্র অন্যায় করে ফেলেছে বলে তুমি সেটা অন্যভাবে প্রকাশ করছ।

অমলা—একদিক দিয়ে তিনি যে অন্যায় করেছেন তা স্বীকার করতে হবে। রাজা-রাণীকে ছেড়ে দেওয়া তাঁর উচিত হয় নি।

কাশিম—বুঝতে পেরেছি, মা। যাক্! বৃদ্ধ বয়সে অনেক কিছুই দেখ্তে হোলো।

কা-মহারাণী—এখন কি কোন উপায় নেই, মা?

অমলা—আমি আর কি বল্তে পারি, রাণী মা? আমি নিজেও তো এ শোক পেয়েছি। তবে আমার বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

কা-মহারাণী—তোমার কথা আমি ভাবছি না, মা, আমি নন্দনের জন্য বিশেষ বিচলিত হোয়ে পড়েছি।

অমলা—আমিও সেই আশঙ্কাই করি। ছেলে মানুষ, কখন যে কি করে বস্‌বে!

কা-মহারাণী—তাকে কি কোন রকমে নিরস্ত করা যায় না?

অমলা—আমি তো কিছুই ভেবে পাচ্ছিনা, রাণী মা।

নেপথ্যে—কুমার, নামুন।

অমলা—ঐযে, কুমার বুঝি এয়েছেন।

নেপথ্যে—এ কোথায় আন্‌লে তুমি? এতো সামন্তের আবাস।

নেপথ্যে—হ্যাঁ, তাঁরই আবাস; নামুন।

নেপথ্যে—কেন?

নেপথ্যে—সংবাদ পেয়েছি, মহারাজ-মহারাণী এয়েছেন তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

নেপথ্যে—কিন্তু এখানে কি আমার যাওয়া উচিত? নন্দন তো, একদিন আমাকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল।

[মহারাজ-মহারাণী শিউরে উঠলেন।]

নেপথ্যে—সে আশঙ্কা আর নেই, কুমার!

নেপথ্যে—চল।

অমলা—কুমারের কাছথেকে এবারে সব জানতে পারবেন।

[অসংযত বেশে কাশিম-কুমার ও বীরল প্রবেশ করলেন]

কা-মহারাণী—একি, কুমার। তোমার এ অবস্থা কেন ?

কা-কুমার—কেন ? ঠিকই তো আছে ।

কা-মহারাণী—কাশিম-কুমারের উপযুক্ত বেশ বটে! তোমার এমন মতিগতি হোলো কিসে ? এখানে শিকারে পাঠানই হোলো কাল !

কা-কুমার—কেন মা ? কিছুই তো হয় নি।

কাশিম—কিছুই হয় নি ? তুমি আজ নর-ঘাতক! তুমি আজ আমার রাজ্যের কলঙ্ক !

কা-কুমার—আমি তো কাকেও হত্যা করি নি।

কাশিম—মিথ্যা কথা! তোমার মুখে একথা শোভা পায় না, কুমার।

কা-কুমার—সামন্ত অত্মঘাতী হয়েছে।

কাশিম—কিন্তু আমরা শুনেছি, তুমি তাকে হত্যা করেছ। কেন তুমি তাকে হত্যা করলে ?

কা-কুমার—সে যে যুদ্ধে হেরে গেল!

কাশিম—কেনই বা যুদ্ধ বাধল; আর সে হেরে গেল বলে তাকে মেরে ফেলবার কি কারণ ঘটেছিল ?

কা-কুমার—সে যে মিথ্যাকথা বলেছিল। সে বলেছিল, উদ্দেশ্য আমার যাই থাকুক, স্বার্থ আমাদের বিরোধী হবে না।

কাশিম—কি তোমাদের উদ্দেশ্য, কি তোমাদের স্বার্থ ? প্রকাশ কর; আমি জান্‌তে চাই।

কা-কুমার—কিছুই নয়।—আমি যাই মা।

কা-মহারাণী—কোথায় যাবে তুমি ? কুমার, আমি তোমার জন্য এতদূর এয়েছি ; আমাকে আর অশান্তির মধ্যে ফেল না। কি হোয়েছে তোমার আমাকে বল।

কা-কুমার—কিছুই হয় নি। আমার ভাল লাগছেনা—আমি যাই।

কা-মহারাণী—এই ভাবে ঘুরে বেড়ানই বুঝি তোমার ভাল লাগছে ?

কা-কুমার—আমি কিছু জানি না , আমার কিছু ভাল লাগছে না।—

[কাছে যেয়ে

মা ! তুমি কুমারীর গান শুনেছ ? খুব ভাল গান ! খুব সুন্দর ! খুব সুন্দর !—

[উদাস ভাবে নিষ্ক্রান্ত হোলেন।]

বীরল—কুমার প্রকৃতিস্থ নহেন।

কা-মহারাণী—বুঝতে পার্‌ছি, কুমার কুমারীর প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হোয়েছে।

কাশিম—কিন্তু তাতে এত বিভ্রান্ত হওয়ার কি কারণ ?

বীরল—আমি কিছুই বুঝতে পার্‌ছি না, মহারাজ। ক'দিন হলো আমি কুমারের সঙ্গে আছি। কুমারের সময়মত আহার নিদ্রা নাই ; সব সময়ে কেবল এমনিভাবে ঘুরছেন।

কা-মহারাণী—অবস্থা তো খুব জটিল হোয়ে উঠেছে সব দিক দিয়ে।

কাশিম -আমি ভাবছি, কুমারের এরূপ অবস্থা সম্ভব হোলো কি উপায়ে ?

কা-মহারাণী—কারণ তো জানাই গেল।

কাশিম—আমি অন্যরূপ আশঙ্কা করি।

কা-মহারাণী—আবার কি ?

কাশিম—আমার বিশ্বাস, মণিপুর থাকা কালীন খাদ্য দ্রব্যের সহিত কুমারকে কোন উগ্রদ্রব্য ভক্ষণ করান হোয়েছে। তারই ফলে কুমারের এ অবস্থা এবং তারই উগ্রতায় কুমারের পক্ষে সামন্তকে হত্যা করা সম্ভব হোয়েছে। না হোলে শুধু নারীর আকর্ষণ পুরুষকে এমন উন্মাদ করে দিতে পারে, এ আমি মনে করি না।

কা-মহারাণী—কি জানি, কি হোয়েছে। যদি সত্যই তাই হোয়ে থাকে, এখন তো তার কোন প্রতীকার নেই।

কাশিম—অবশ্যই আছে। আমি মণিপুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনব যে ঋণ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তিনি কুমারকে উন্মাদ করে দিয়েছেন।

বীরল—শুনতে পাই, মণিপুরও নাকি আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন—আপনারা ষড়যন্ত্র করে মণিপুর লুণ্ঠন করেছেন।

কাশিম—ভালই হোয়েছে। দেখ্‌ব, কার অভিযোগ কার্য্যকরী হয়; কে জয়ী হয়।—এস।

[কাশিম ও মহারাণী স্থান পরিত্যাগ কর্‌লেন। বীরল গমনোদ্যত হোলেন।]

অমলা—(অগ্রসর হোয়ে) তুমি যাচ্ছ ?

বীরল—আমি থাকৃতে আসিনি।

অমলা—তুমি কি সত্যই আমাকে ত্যাগ করলে ?

বীরল—ত্যাগ আমি তোমাকে করি নি ; করেছ তুমি আমাকে।

অমলা—তুমি কি বলছ ? বাবার শোকে আমি সেদিন আত্মহারা হোয়ে গেছিলাম ; তোমাকে কি বলেছি, আমার ঠিক নেই। তুমি তাই নিয়েই আমাকে বিচার করবে ?

বীরল—বিচার তোমাকে বহুদিন বহু উপায়ে করেছি ; সেদিন তার সমাপ্তি ঘটেছে। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, তোমার রূপের গর্ব্ব অত্যধিক ; সেই গর্ব্বই তোমার সর্ব্বনাশা হোয়েছে।

অমলা—রূপের গর্ব্ব আমার, তোমার কাছে !

বীরল—তুমি ভেবেছ, তোমার রূপের পেছনে আমি কুকুরের মত ছুটব ; আর তুমি আমাকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াবে। সে অভিপ্রায় তোমার থাকলে তার জন্য বহু পুরুষ পাবে—বীরল নয়।

অমলা—আমি রূপের খেলা করি ?

বীরল—তাই প্রমাণ পেয়েছে।

[নিষ্ক্রান্ত হোলেন]

অমলা—ভগবান !!

[মূর্চ্ছা গেলেন।]

—চতুর্থ দৃশ্য—

[সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হোয়েছে। মণিপুর রাজ-প্রাসাদ-হলঘর। একদিকে রাজন্যবর্গ ও বিশেষ প্রজাবর্গ; অন্যদিকে মণিপুর, কুচবিহার, মণিপুর মহারাণী, কুচবিহার কুমারী ও স্বরূপ। পার্শ্বে কুচবিহার কুমার ও মণিপুর কুমারী।]

স্বরূপ—(দাঁড়িয়ে) মহামান্য রাজাধিরাজগণ ও অন্যান্য মাননীয় নিমন্ত্রিতগণ!

আমি মহারাজ মণিপুরের পক্ষ থেকে কিছু বল্‌তে ইচ্ছা করি।

আপনারা যে আমাদের আমন্ত্রণ রক্ষার্থে আজ এই শুভ-বিবাহ উপলক্ষে যোগদান করেছেন, সে জন্য আমি মহারাজের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর্‌ছি। আপনারা অবগত আছেন, কিছুদিন যাবৎ মণিপুর অশেষ বিপদের মধ্য দিয়ে চলেছে। এবার আশা করা যাচ্ছে যে বিপদ আমাদের কেটে এল—আমাদের অমাবস্যা উত্তীর্ণ হোয়েছে; এবার পূর্ণিমা-কাশে পূর্ণচন্দ্র দেখা দেবে!

আজ কুমার-কুমারী যেমন সুসজ্জিত হোয়েছেন, তেমনি সমগ্র মণিপুর নবসজ্জায় ভূষিত হোয়েছে। আনন্দ ধ্বনিতে মণিপুর আজ মুখরিত; মণিপুরের আজ পরম আনন্দের দিন! আজ এই মহাদিনের

মহালগ্নে মহারাজ তাঁর কন্যাকে সুপাত্রে অর্পণ করে পরম তৃপ্তি লাভ করুন !

আমি এই বলেই শেষ করব ; আর অধিক বল্‌তে চাই না ।—

এবার একটু নৃত্য গীত চল্‌বে ।

[কিছুক্ষণ নৃত্য-গীত চল্‌ল]

কু-কুমারী—আজকাব এই আনন্দের দিনে আমি কুমাবীকে একটি গান কর্‌তে অনুরোধ করব । আপনারা হয়তো জানেন, কুমাবী সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ।

ম কুমারী—আমি বড অস্বস্তি বোধ কর্‌ছি ।

ম-মহারাণী—ও কিছু নয় মা । এমন দিনে সবারই অমন হয় । তুমি গান কর ; সবাই শুনে আনন্দ লাভ করুন ।

ম-কুমারী—(গান ধরলেন)

অন্তর দেবতা, অন্তর দেবতা
অন্তরে তুমি রয়ো
ঝড়ের মাঝে ফেলে কভু
বিদায় নাহি নিয়ো ।
মনের যত গোপন ব্যথা
ছাপিয়ে যখন ওঠে শুধু
রুদ্ধ হোয়ে আসে শশী
ফেটে পড়ে জগৎ-চরাচর
বিদায় নাহি নিয়ো ।

বিবেক-বুদ্ধি ভাল মন্দ
আমার যত মনের ছন্দ
উজাড় করি দিইগো ঢালি
তোমার চরণ মূলে
(তুমি) বিদায় নাহি নিয়ো ॥

[গান থাম্‌ল ।]

[পুলিশ অফিসার প্রবেশ কর্‌লেন]

পু-অফিসার—সব ঠিক আছে, মহারাজ ; বিঘ্ন ঘটবার কোন কারণ দেখা যায় না।

মণিপুর—অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। আমার শুভ-কার্য্য সুসম্পন্ন হোলে আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাক্‌ব।

পু-অফিসার—সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে আমি আশ্চর্য্য হোচ্ছি, কুমারের সন্ধান কেহই দিতে পারল না। কোথায় কি অবস্থায় যে তিনি আছেন তা কেহ বল্‌তে পারে না। অথচ জনরব, অশ্বপৃষ্ঠে তাঁকে এ অঞ্চলে দেখা যায়।

মণিপুর—সেইটাই তো আমার আশঙ্কার কারণ হোয়েছে।

পু-অফিসার—ওজন্য আপনি চিন্তিত হবেন না। এবার কিছু কর্‌তে গেলেই তাঁকে বিপদে পড়্‌তে হবে।

[বেগে প্রহরী প্রবেশ কর্‌ল]

প্রহরী—মহারাজ, একটা সাহেব আর অনেক পুলিশ নিয়ে কাশিম ও কাশিম-রাণী এসে পড়েছেন।

মণিপুর—কাশিমবাজার এ অবস্থায় !

স্বরূপ—যে অবস্থাতেই এসে থাকুন, বাধা দাও।

প্রহরী—তাঁরা বাধা মানছেন না। ঐ দেখুন—

মণিপুর—তাই তো !

পু-অফিসার—সাহেবটি কে না জানি !—

[পুলিশ-কমিশনার, কাশিমবাজার,
কাশিম-মহারাণী ও সশস্ত্র পুলিশসহ
ক্ষিপ্রভাবে প্রবেশ করলেন]
ও বাবা ! এ যে আমাদের খোদ কর্ত্তা।—
গুড্ ঈভিনিং স্যার !

পু-কমি—কি হোচ্ছে এখানে ?

স্বরূপ—আজ মণিপুর কুমারীর শুভ-বিবাহ।

পু-কমি—ও! মণিপুর রাজা কোথায় ?

স্বরূপ—ইনিই মণিপুর মহারাজা।

পু-কমি—রাজা, আপনার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।

স্বরূপ—কিসের অভিযোগ ?

পু-কমি—আপনি থামুন ; আমি রাজাকেই বলছি।—আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ হোচ্ছে যে আপনি অসৎ উদ্দেশ্যে কাশিমবাজারের কুমারকে উগ্রবিষ প্রয়োগে উন্মাদ করে দিয়েছেন এবং আপনারই নির্দ্দেশে তিনি এখন আবদ্ধ আছেন।—
এ সব আপনাকে বন্ধ করতে হবে। আমি আপনাকে এরেষ্ট করব।

মণিপুর—একটু অপেক্ষা করতে পারেন না?

পু-কমি—আমি দুঃখিত! আপনাকে এখুনি এরেষ্ট করবার নির্দ্দেশ রয়েছে।

[অদূরে গোলমাল শোনা যেতে থাকল; কাশিম-কুমার অগ্রসর হোতে থাকলেন।]

বীরল—(ভীড়ের মধ্যে)—নাঃ। আর পারা যায় না। কি জন্য যে কুমার এখানে এলেন, তা বুঝিনে।—

[পাশ দিয়ে নন্দন এগিয়ে গেল]

এ কি! নন্দন, তুমি এখানে?

নন্দন—তুমি আসতে পার; আমি আসতে পারি নে?

বীরল—মুস্কিল দেখছি!

[কাশিম কুমার হল ঘরে উপনীত হোলেন]

কাশিম—
কা-মহারাণী— } কুমার!!

স্বরূপ—এই তো কাশিম-কুমার। আপনার অভিযোগ ভিত্তিহীন।

পু-কমি—কুমারের চেহারা দেখে মনে হোচ্ছে, উনি আবদ্ধ ছিলেন। আমার সঙ্গে চাতুরী!—

এরেষ্ট কর!!

ম-কুমারী—(অগ্রসর হোয়ে)—কুমার! আমরা আপনাকে বিষ পান করিয়েছি?

কা-কুমার—বিষ? হ্যাঁ, হ্যাঁ বিষ! আমি বিষ পান করেছি! বিষ!—

[নন্দন গুলি করল; মণিপুর—
কুমারী আহত হোলেন;
কাশিম-কুমার ধর্‌লেন।]

কুমারী! গান শোনাবেন? গান? আপনার গান বড় ভাল লাগে আমার।—

[কাশিম-কুমার মণিপুর কুমারীকে
কাঁধে তুলে নিলেন। —

বড় ভাল লাগে আপনার গান!

কাশিম }
মণিপুর } —কি সর্ব্বনাশ!

পু-কমি—তাই তো!

[কাশিম-কুমার অগ্রসর হোতে
থাক্‌লেন।]

কা-মহারাণী—কুমার!! কুমার!!

[কাশিম-মহারাণী কুমারকে বিরত
কর্‌বার প্রয়াস পেলেন; আর
সকলে স্তম্ভিত হোলেন।]

কাশিম -আমি ভাবছি, কুমারের এরূপ অবস্থা সম্ভব হোলো কি উপায়ে ?

কা-মহারাণী—কারণ তো জানাই গেল।

কাশিম—আমি অন্যরূপ আশঙ্কা করি।

কা-মহারাণী—আবার কি ?

কাশিম—আমার বিশ্বাস, মণিপুর থাকা কালীন খাদ্য দ্রব্যের সহিত কুমারকে কোন উগ্রদ্রব্য ভক্ষণ করান হোয়েছে। তারই ফলে কুমারের এ অবস্থা এবং তারই উগ্রতায় কুমারের পক্ষে সামন্তকে হত্যা করা সম্ভব হোয়েছে। না হোলে শুধু নারীর আকর্ষণ পুরুষকে এমন উন্মাদ করে দিতে পারে, এ আমি মনে করি না।

কা-মহারাণী—কি জানি, কি হোয়েছে। যদি সত্যই তাই হোয়ে থাকে, এখন তো তার কোন প্রতীকার নেই।

কাশিম—অবশ্যই আছে। আমি মণিপুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনব যে ঋণ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তিনি কুমারকে উন্মাদ করে দিয়েছেন।

বীরল—শুনতে পাই, মণিপুরও নাকি আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন—আপনারা ষড়যন্ত্র করে মণিপুর লুণ্ঠন করেছেন।

কাশিম—ভালই হোয়েছে। দেখ্‌ব, কার অভিযোগ কার্য্যকরী হয়; কে জয়ী হয়।—এস।

[কাশিম ও মহারাণী স্থান পরিত্যাগ কর্‌লেন। বীরল গমনোদ্যত হোলেন।]

অমলা—(অগ্রসর হোয়ে) তুমি যাচ্ছ ?

বীরল—আমি থাকৃতে আসিনি।

অমলা—তুমি কি সত্যই আমাকে ত্যাগ করলে ?

বীরল—ত্যাগ আমি তোমাকে করি নি ; করেছ তুমি আমাকে।

অমলা—তুমি কি বল্‌ছ ? বাবার শোকে আমি সেদিন আত্মহারা হোয়ে গেছিলাম ; তোমাকে কি বলেছি, আমার ঠিক নেই। তুমি তাই নিয়েই আমাকে বিচার কর্‌বে ?

বীরল—বিচার তোমাকে বহুদিন বহু উপায়ে করেছি ; সেদিন তার সমাপ্তি ঘটেছে। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, তোমার রূপের গর্ব্ব অত্যধিক ; সেই গর্ব্বই তোমার সর্ব্বনাশা হোয়েছে।

অমলা—রূপের গর্ব্ব আমার, তোমার কাছে !

বীরল—তুমি ভেবেছ, তোমার রূপের পেছনে আমি কুকুরের মত ছুটব ; আর তুমি আমাকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াবে। সে অভিপ্রায় তোমার থাক্‌লে তার জন্য বহু পুরুষ পাবে—বীরল নয়।

অমলা—আমি রূপের খেলা করি ?

বীরল—তাই প্রমাণ পেয়েছে।

[নিষ্ক্রান্ত হোলেন]

অমলা—ভগবান !!

[মূর্চ্ছা গেলেন।]

—চতুর্থ দৃশ্য—

[সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হোয়েছে। মণিপুর রাজ-প্রাসাদ-হলঘর। একদিকে রাজন্যবর্গ ও বিশেষ প্রজাবর্গ ; অন্যদিকে মণিপুর, কুচবিহার, মণিপুর মহারাণী, কুচবিহার কুমারী ও স্বরূপ। পার্শ্বে কুচবিহার কুমার ও মণিপুর কুমারী।]

স্বরূপ—(দাঁড়িয়ে) মহামান্য রাজাধিরাজগণ ও অন্যান্য মাননীয় নিমন্ত্রিতগণ !

আমি মহারাজ মণিপুরের পক্ষ থেকে কিছু বল্‌তে ইচ্ছা করি।

আপনারা যে আমাদের আমন্ত্রণ রক্ষার্থে আজ এই শুভ-বিবাহ উপলক্ষে যোগদান করেছেন, সে জন্য আমি মহারাজের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর্‌ছি। আপনারা অবগত আছেন, কিছুদিন যাবৎ মণিপুর অশেষ বিপদের মধ্য দিয়ে চলেছে। এবার আশা করা যাচ্ছে যে বিপদ আমাদের কেটে এল—আমাদের অমাবস্যা উত্তীর্ণ হোয়েছে ; এবার পূর্ণিমাকাশে পূর্ণচন্দ্র দেখা দেবে !

আজ কুমার-কুমারী যেমন সুসজ্জিত হোয়েছেন, তেমনি সমগ্র মণিপুর নবসজ্জায় ভূষিত হোয়েছে। আনন্দ ধ্বনিতে মণিপুর আজ মুখরিত ; মণিপুরের আজ পরম আনন্দের দিন ! আজ এই মহাদিনের

মহালগ্নে মহারাজ তাঁর কন্যাকে সুপাত্রে অর্পণ করে পরম তৃপ্তি লাভ করুন !

আমি এই বলেই শেষ করব ; আর অধিক বল্‌তে চাই না ।—

এবার একটু নৃত্য গীত চল্‌বে ।

[কিছুক্ষণ নৃত্য-গীত চল্‌ল]

কু-কুমারী—আজকাব এই আনন্দের দিনে আমি কুমাবীকে একটি গান কর্‌তে অনুরোধ করব । আপনারা হয়তো জানেন, কুমারী সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ।

ম কুমারী—আমি বড় অস্বস্তি বোধ কর্‌ছি ।

ম-মহারাণী—ও কিছু নয় মা । এমন দিনে সবারই অমন হয় । তুমি গান কর ; সবাই শুনে আনন্দ লাভ করুন ।

ম-কুমারী— (গান ধরলেন)

অন্তর দেবতা, অন্তর দেবতা
অন্তরে তুমি রয়ো
ঝড়ের মাঝে ফেলে কভু
বিদায় নাহি নিয়ো ।
মনের যত গোপন ব্যথা
ছাপিয়ে যখন ওঠে শুধু
রুদ্ধ হোয়ে আসে শশী
ফেটে পড়ে জগৎ-চরাচর
বিদায় নাহি নিয়ো ।

বিবেক-বুদ্ধি ভাল মন্দ
আমাব যত মনের ছন্দ
উজাড় কবি দিইগো ঢালি
তোমার চরণ মূলে
(তুমি) বিদায় নাহি নিয়ো ॥

[গান থাম্‌ল ।]

[পুলিশ অফিসার প্রবেশ কর্‌লেন]

পু-অফিসাব—সব ঠিক আছে, মহাবাজ ; বিঘ্ন ঘটবার কোন কাবণ দেখা যায় না।

মণিপুর—অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। আমার শুভ-কার্য্য সুসম্পন্ন হোলে আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকৃব।

পু-অফি ার—সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে আমি আশ্চর্য্য হোচ্ছি, কুমারের সন্ধান কেহই দিতে পারল না। কোথায় কি অবস্থায় যে তিনি আছেন তা কেহ বল্‌তে পারে না। অথচ জনরব, অশ্বপৃষ্ঠে তাঁকে এ অঞ্চলে দেখা যায়।

মণিপুর—সেইটাই তো আমার আশঙ্কার কারণ হোয়েছে।

পু-অফিসার—ওজন্য আপনি চিন্তিত হবেন না। এবার কিছু করতে গেলেই তাঁকে বিপদে পড়্‌তে হবে।

[বেগে প্রহরী প্রবেশ কর্‌ল]

প্রহরী—মহারাজ, একটা সাহেব আর অনেক পুলিশ নিয়ে কাশিম ও কাশিম-রাণী এসে পড়েছেন।

মণিপুর—কাশিমবাজার এ অবস্থায় !

স্বরূপ—যে অবস্থাতেই এসে থাকুন, বাধা দাও।

প্রহরী—তাঁরা বাধা মানছেন না। ঐ দেখুন—

মণিপুর—তাই তো !

পু-অফিসার—সাহেবটি কে না জানি !—

[পুলিশ-কমিশনার, কাশিমবাজার,
কাশিম-মহারাণী ও সশস্ত্র পুলিশসহ
ক্ষিপ্রভাবে প্রবেশ করলেন]
ও বাবা ! এ যে আমাদের খোদ কর্ত্তা।—
গুড্ ঈভিনিং স্যার !

পু-কমি—কি হোচ্ছে এখানে ?

স্বরূপ—আজ মণিপুর কুমারীর শুভ-বিবাহ।

পু-কমি—ও ! মণিপুর রাজা কোথায় ?

স্বরূপ—ইনিই মণিপুর মহারাজা।

পু-কমি—রাজা, আপনার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।

স্বরূপ—কিসের অভিযোগ ?

পু-কমি—আপনি থামুন ; আমি রাজাকেই বলছি।—আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ হোচ্ছে যে আপনি অসৎ উদ্দেশ্যে কাশিমবাজারের কুমারকে উগ্রবিষ প্রয়োগে উন্মাদ করে দিয়েছেন এবং আপনারই নির্দ্দেশে তিনি এখন আবদ্ধ আছেন।—
এ সব আপনাকে বন্ধ করতে হবে। আমি আপনাকে এরেষ্ট করব।

মণিপুর—একটু অপেক্ষা করতে পারেন না?

পু-কমি—আমি দুঃখিত! আপনাকে এখুনি এরেষ্ট করবার নির্দ্দেশ রয়েছে।

[অদূরে গোলমাল শোনা যেতে থাকল; কাশিম-কুমার অগ্রসর হোতে থাকলেন।]

বীরল—(ভীড়ের মধ্যে)—নাঃ। আর পারা যায় না। কি জন্য যে কুমার এখানে এলেন, তা বুঝিনে।—

[পাশ দিয়ে নন্দন এগিয়ে গেল]

এ কি! নন্দন, তুমি এখানে?

নন্দন—তুমি আসতে পার; আমি আসতে পারি নে?

বীরল—মুস্কিল দেখছি!

[কাশিম কুমার হল ঘরে উপনীত হোলেন]

কাশিম—
কা-মহারাণী— } কুমার!!

স্বরূপ—এই তো কাশিম-কুমার। আপনার অভিযোগ ভিত্তিহীন।

পু-কমি—কুমারের চেহারা দেখে মনে হোচ্ছে, উনি আবদ্ধ ছিলেন। আমার সঙ্গে চাতুরী!—
এরেষ্ট কর!!

ম-কুমারী—(অগ্রসর হোয়ে)—কুমার! আমরা আপনাকে বিষ পান করিয়েছি?

কা-কুমার—বিষ? হ্যাঁ, হ্যাঁ বিষ! আমি বিষ পান করেছি! বিষ!—

[নন্দন গুলি করল ; মণিপুর—কুমারী আহত হোলেন ; কাশিম-কুমার ধর্‌লেন।]

কুমারী! গান শোনাবেন? গান? আপনার গান বড় ভাল লাগে আমার।—

[কাশিম-কুমার মণিপুর কুমারীকে কাঁধে তুলে নিলেন। —

বড় ভাল লাগে আপনার গান!

কাশিম }
মণিপুর } —কি সর্ব্বনাশ!

পু-কমি—তাই তো!

[কাশিম-কুমার অগ্রসর হোতে থাক্‌লেন।]

কা-মহারাণী—কুমার!! কুমার!!

[কাশিম-মহারাণী কুমারকে বিরত কর্‌বার প্রয়াস পেলেন ; আর সকলে স্তম্ভিত হোলেন।]